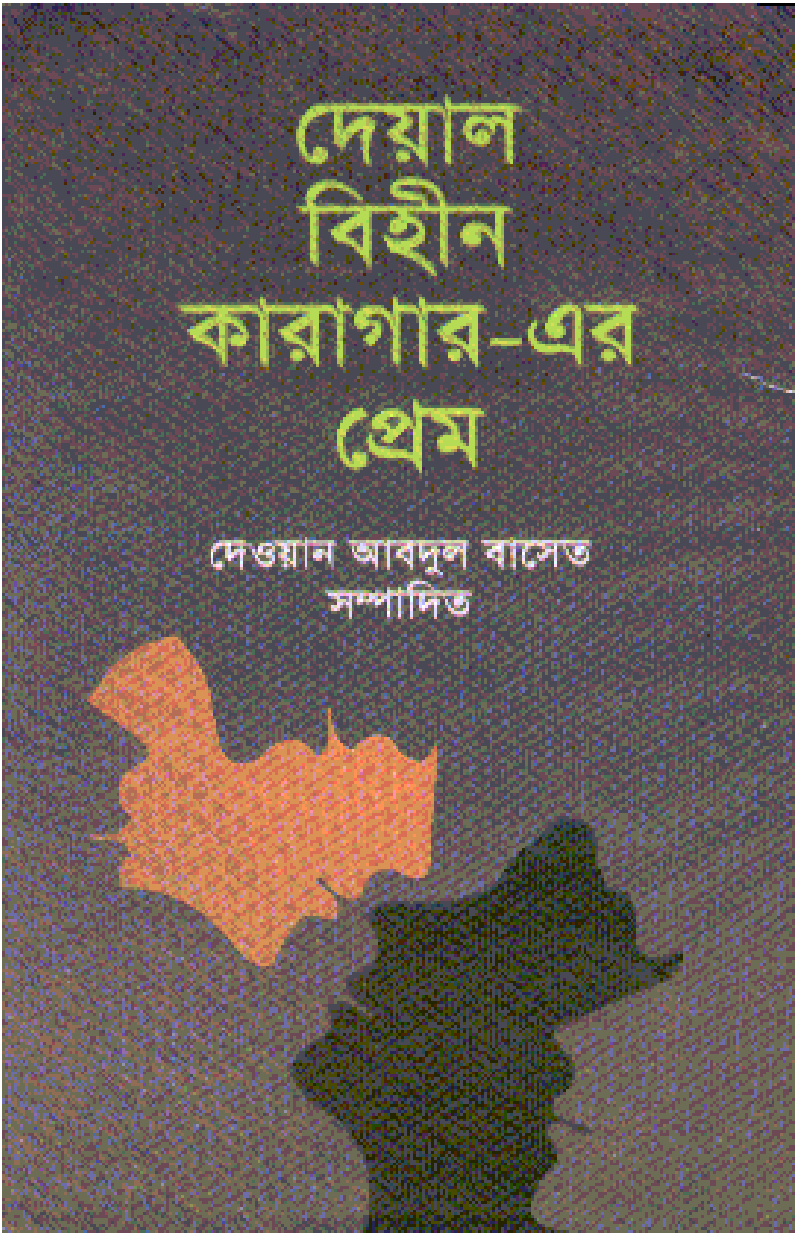
দেয়াল
বিহীন
কারাগার-এর
প্রেম
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদিত

Deaal Beheen Karagar-er Prem

(Selected poems)

(Selected Poems of Bengali poets in Middle East)

Edited by

DEWAN ABDUL BASET

1st EDITION

BOIPOTRO GROUP OF PUBLICATIONS, DHAKA
BANGLADESH
FEBRUARY 1998

2nd Edition

Marupalash GROUP OF PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH
FEBRUARY 2000

INTERNET EDITION
December- 2002

COMPUTER COMPOSE
LUBNA BASET BRISHTI
Cover design :
Samar Majumder

Illustration :
Badrul Alam Ratan

Copy right:Dewan Abdul Baset

Contact with Editor

E-MAIL: marupalash@yahoo.com

ISBN 984-8211-17-9

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদিত
দেয়াল বিহীন কারাগার-এর প্রেম

মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বাঙালি কবিদের নির্বাচিত কবিতা

প্রথম প্রকাশ:

বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

অমর একুশে গ্রন্থমেলা-১৯৯৮

দ্বিতীয় প্রকাশ

মরুপলাশ (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

ঢাকা, বাংলাদেশ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

ইন্টারনেট সংস্করণ

ডিসেম্বর-২০০২

গ্রন্থস্বত্ত্ব

দেওয়ান আবদুল বাসেত

কম্পিউটার কম্পোজ

লুবনা বাসেত বৃষ্টি

প্রচ্ছদঃ সমর মজুমদার

অলংকরণ ঃ বদরুল আলম রতন

সম্পাদকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ :

E-mail : marupalash@yahoo.com

ISBN 984-8211-17-9

সম্পাদকের কথা

দেয়াল বিহীন কারাগার-এর প্রেম একটি যৌথ কাব্যগ্রন্থের জন্যে এমন বেঢপ মার্কা নাম নির্বাচনে আমাদের যুক্তি হলো, মধ্যপ্রাচ্যের একটি চরম রক্ষণশীল দেশে আমরা প্রবাসী। এখানে অত্যন্ত সীমিত সুযোগ-সুবিধা। তারপরও আমরা অবিরাম লেখার চেষ্টা করি। তাই সঙ্গত কারণেই বলতে পারি আমরা স্বদেশ, স্বভাষা, আপন মাটিও মানুষের গন্ধ বঞ্চিত ভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির দেশে দেয়াল বিহীন এক কারাগার এ বন্দী জীবন-যাপন করছি। ১৯৮৭ইং সালের জুলাই হতে ২০০২ইং এর ডিসেম্বর। সুদীর্ঘ এই দেড় দশক কালেরও বেশী সময় ধরে যে সকল প্রবাসী বাঙালি কবিগন *মরুপলাশ* সাহিত্যপত্রে তাদের কাব্যচর্চা করে আসছেন, ঠিক তাদের লেখা নিয়েই এ যৌথ কাব্যগ্রন্থের আয়োজন।

এ গ্রন্থটি প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালের অমর একুশে বই মেলায়। তারপর *মরুপলাশ* গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের অমর একুশে বইমেলায়। যেহেতু প্রথম প্রকাশের ভুমিকায় আমরা বলেছিলাম- যোগাযোগের কারণেই প্রবাসী অনেক বাঙালি কবিগন প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকাশে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তী সংস্করণে তাদের উপস্থিতি আমরা নিশ্চিত করবো বলে কথা দিয়েছিলাম। আমরা আমাদের কথা রক্ষা করেছি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন যোগাযোগে অনেক সহজ। অনেক কবিই আমাদের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং ই-মেইলে দ্রুত যোগাযোগ করেছেন। তাই অনেকের লেখাই এবার *ইন্টারনেট এডিশনে* সংকলিত করতে পেরেছি বলে আমরা আনন্দিত। এই যৌথ-কাব্যগ্রন্থে সংকলিত সকল কবিতাই অংশগ্রহণকারী কবিদের স্বনির্বাচিত। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি। শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কবি-সাহিত্যিকগনই আমাদের দেবেন প্রেরণা এবং অনিন্দ-সুন্দর দিক নির্দেশনা। বিদগ্ধ পাঠকগনতো রয়েছেনই তাদের পাশাপাশি।

যাদের জন্যে আমরা এতোটা শ্রম দিয়ে এই গ্রন্থখানি ইন্টারনেটে উপস্থাপন করেছি, সেই সুহৃদ পাঠকদের কাছে যদি তা সমাদৃত হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেয় গ্রন্থখানির বানান-বিভ্রাট সম্পূর্ণ এড়ানো গেলো না। তাতে আমাদের দুঃখবোধ থেকেই গেলো। সুপ্রিয় পাঠকদের আহবান করছি, এ গ্রন্থে সংকলিত কবিদের কবিতা নিয়ে আলোচনা লেখার জন্য। আপনাদের আলোচনা আমাদের ওয়েবসাইটের *মতামত* কলামে প্রকাশ করে দেব। সবাইকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

দেওয়ান আবদুল বাসেত

সম্পাদক, মরুপলাশ / প্রধান সম্পাদক, মোহনা, রূপসী চাঁদপুর

ডিসেম্বর-২০০২

ISBN 984-8211-17-9

কবি ফিরোজ খান-এর কবিতা

কৈশোর থেকেই লেখালেখির সাথে সখ্যতা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স সহ মাষ্টার্স শেষে ঐ একই সালে বি, সি, এস ইকোনোমিক ক্যাডারে অর্থমন্ত্রনালয়ে যোগদান। পরিবারের উৎসাহ থেকেই সৃজনশীল জগৎটির প্রতি আকৃষ্ট এবং ভাললাগা এ ভূবনে এগিয়ে দিয়েছে একধাপ। ১৯৬৯ সালে দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত হয় তার একটি ছড়া। উৎসাহ বেড়ে যায় আকাশ সমান। স্বাধীনতার পর ৭২-এর মার্চে একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয় কবি জীবনানন্দকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা। তারপর দে-ছুট কবিতার স্বর্ণকান্তি মাঠে। কবিতাই তখন থেকে হয়ে ওঠে লেখার মূল উপজীব্য। স্থায়ীনিবাস মানিকগঞ্জ জিলার সাটুরিয়া থানার বরাইদ গ্রামে। ১৯৫৭ সালের ১০জুন ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণকারী এ কবি এখনো লিখে চলছেন কবিতা। গভীর মমতা মেশানো অনুভূতিতে, নিপুণ ভাস্করের মতো বিনির্মাণ করছেন কবিতার শরীর। তাঁর কবিতার অবয়বে জীবনবোধের নন্দন দর্শন প্রতিভাসিত। কবিতায় কঠিন কথা সহজ করে বলা তার মুন্সিয়ানা। দৃষ্টি প্রসারিত করে কবিতার জন্য তিনি খুঁজে নেন প্রকৃতির কোমল সব রূপ। তার কবিতার তনুশ্রী প্রিয়ংবদা নারীর মতোই অপরূপ। বিমূর্ততার পাশ দিয়েই কবি হেটে যান কিন্তু ভাবনাগুলো তার কবিতায় থাকে মূর্তমান।

কবিতার সঙ্গে তার বসবাস হলেও গল্প, উপন্যাসের সঙ্গে রেখেছেন সম্পর্ক। এ কবির *আলোর যুবতি* নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ বর্তমানে রয়েছে ইন্টানেট সংস্করণে। যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা বাংলাদেশ এর মাধ্যমে গত অমর একুশে বইমেলা-২০০২ এ। উল্লেখ্য এ কবির গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী বাঙালি কবিদের মাঝে *প্রধান কবি* হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। আশির দশকে তার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় চেতনা, উন্মেষ, বিকাশ ও বিবর্তন নামে চারটি সাহিত্যপত্রিকা। রিয়াদ থেকে প্রকাশিত *মরুপলাশ, মোহনা ও অন্যধারা* সাহিত্যপত্রের উপদেষ্টা হিসেবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন সুদীর্ঘকাল থেকেই। কবির আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ *নীল সমুদ্রে ঘর* ও *প্রত্যাশিত কারাবাস,* দুটি উপন্যাস- *ফেরারী সময়গুলো* ও *প্রবাসে পরবাসে* এবং একটি গল্পগ্রন্থ *কতদিন দেখিনি* প্রকাশের অপেক্ষায়। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর প্রবন্ধ। তবু কবিতাই তার কাছে প্রিয়, কবিতাই তার কাছে শ্রেষ্ট।

প্রিয় কবি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ ও নজরুল ইসলাম। ইংরেজ কবির মধ্যে জন কীটস, শেকস্পিয়ার ও শেলী।

ভোরের প্রত্যাশায়

রাতের আকাশ যখন হেলে পড়ে
পূবের উঠানে
মিনারে মিনারে উচ্চকিত হয়
বিধাতার শ্রেষ্টত্বের বাণী
আমি তখনও অন্ধকারে তরী বাই
আরেকটি সকাল অপেক্ষা করে
আমার বুক পকেটে
আমি ভোরের শীতল হাওয়ায়
শিস দিয়ে বলি-
পাখি সব করে রব.. রাতি পোহাইল

দিনের কুটিল মুখে রোদের ঝিলিক খেলে
আর ফুটে উঠে শ্বাপদের মত
কিলবিল মানুষের অবয়ব
আমার সর্বাঙ্গ শির শির করে
আর আমি সাপুড়ের মন্ত্র পড়ি
ফিস্ ফিস্ করে
প্রভূ আমায় রক্ষা কর প্রভূ
এই সব বিষধরের অনিষ্ট থেকে!
বাহুতে বাধাঁ থাকে সততার রক্ষা কবজ
সারাক্ষণ প্রার্থনার ভঙ্গিতে
নুইয়ে থাকে মস্তক আমার।
০৩/০২/২০০২

প্রার্থনায় মৃত্যুহীন রাত

(আমার সেন্হের আধার মায়ের স্মরণে)

একবার সারারাত জেগেছিলাম আমি
এমন বহুশত রাত জেগেছি
তবু সে রাতে ছিল হৃদয়ের পাড় ভাঙ্গা প্রহর
আর অনন্য বেদনায় অশ্রুভেজা আকুতি
একটি প্রাণের নিভু নিভু দীপ
প্রলম্বিত করার প্রাণান্ত প্রয়াস ছিল আমার
অঝোরে বৃষ্টির মধ্যে প্রার্থনার ভঙ্গিতে
আমি হাত পেতে ছিলাম অন্ধকারে

যদি সেই রাত মৃত্যুহীন পার হতো
যদি আর একটিবার
আমার নাম ধরে ডাকতো আমার মা (?)
কতশত রাত্রিদিন তৃষ্ণার্ত থেকে
কতো যোজন পথ বাতাসে ভেসে
ঐ রাতে পৌছেছিলাম থমথমে মৃত্যু প্রহরে
অথচ কালো ছমছমে রাতে
জ্যোতির্ময় আলোর দ্যুতি
ফুটে উঠেছিল তার চোখে মুখে
আমি প্রার্থনার ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে বলেছিলাম-
মা এইতো আমি এসে গেছি মা
তোমার পরবাসি ছেলে
আমার আত্মায় তখন ছুঁয়েছিল
চিরচেনা মায়ের মিষ্টি ঘ্রাণ
একটি ঠান্ডা নরম পেলব হাত
আমাকে আকঁড়ে ধরেছিল কিছুটা সময়
একটি অনন্ত তৃপ্তির পলক
আমাকে ঘিরেছিল অবনত
সেন্হের উষ্ণ জলে ভিজেছিল
আমর বুকের জমিন।

আমি বৃষ্টি আর ঝড়ের মালিকের কাছে
বাড়িয়েছিলাম প্রার্থনার হাত
আরেকটু সময় দাও- আর কটা দিন
ভোরের প্রথম সূর্য রশিন্র সাথে
আমিও দাঁড়াতে চেয়েছিলাম
তার শিয়রে এসে কিছুটা সময়
কিন্তু তা হয়নি।

এখনও রাত জাগি প্রহরে প্রহরে
এখনও বৃষ্টির সাথে দেখা হয় কখনো-সখনো
তবু অমন প্রার্থনায় আর বাড়াইনা হাত
বৃষ্টিভেজা আধাঁরের কাছে।
৩০/৯/২০০২

শ্বাসতঃ শ্লোগান

আবহমান কালের যন্ত্রে আমি সেই বোতামটি খুঁজি
অঙ্গুলি স্পর্শে যা সময়কে ফিরিয়ে আনে গতির উল্টোস্রোতে
তাকি হয়! তাই কি হয়েছে কখনো?
যদি হয় তবে ছুঁয়ে দিতে চাই সেই প্রাণবন্ত অধ্যায়টিকে
শুধু দেখতে চাই একটি জাতি কিসের মন্ত্রে জেগে উঠে
কার আহবানে এসে মিশে যায় এক মোহনায়
কোন অনুভূতির সাড়ায় যুদ্ধ করে দেশ ও মানুষের তরে।

কোন অলৌকিক পরশ কি ফিরিয়ে দেবে হারানো সেদিন?
তবে ফিরে যেতে চাই সত্তর কিম্বা একাত্তরে
উন্মাতাল সময়ের সাথে আর একবার করতে চাই মিতালী
যারা এখন নেই তারাও প্লাকার্ড হাতে দাঁড়াবে মিছিলে
শ্লোগানের মাতাল ভাষা খুঁজে পাবে পুরোনো রাজপথ
স্বাধীনতা স্বাধীকার মুক্তির প্রত্যাশাগুলো
ফেষ্টুন ব্যানার আর মানুষের সাথে মিশে হবে একাকার
তারপর আবার যুদ্ধ হবে.....

শব্দতরঙ্গ ভেদ করে জেগে উঠবে মর্মভেদি গান
.....একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি.....
আমি সেই সময়কে আর একবার ফিরে পেতে চাই
বিজয়ের মাস এলে কেন যেন এমনি অনাহুত প্রত্যাশা-
আমায় কুরে কুরে খায়।
আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, সময়ের পলির আস্তরণ
ভেদ করে
জেগে ওঠে তরুণ কিশোর
মুষ্টি বদ্ধ বাহু আকাশে উত্থিত করে বলে
অন্ন চাই বস্ত্র চাই- বাঁচার মত বাঁচতে চাই.....।

পূণ্য পুরুষের ভ্রুণ

শরীরে শরীর ঘনিয়ে এলে
জৈবিক মেঘেরা মেলে ধরে পাখা
আদিম বন্যসন্তানে ডুব দ্যায়
সৃষ্টির শুক্রকীটগুলো
ফ্যাস ফ্যাস কথোপকথনে
জীবনের বৃত্তে সাতার কাটে
গৌতম বুদ্ধের ভ্রুণ।

এরূপ যোজন-যোজন ডুব সাতারে
প্রতিদিন বৃক্ষরা ফলবতি হয়
লক্ষকোটি ফলের নৈবদ্যের থালায়
কবি শুধু অমৃতের সন্ধানে ঘোরে
বিজ্ঞ শৈল্যবিদের মত
ফালি ফালি করে গন্দমের শরীর
তবু সৃষ্টির আদি পুরুষ
আদম-হাওয়া কোথা নিরুদ্দেশ ফেরে।

শরীরে শরীর ঘনিয়ে এলেই
কবিরা উৎসুক হয়
কোথায় কোন বৃক্ষে
খৃষ্টের আবির্ভাব ঘটে!
তবে এ কথা ঠিক
কখনো কোথায়ও এমন
ডুব সাঁতারে যদি
সৃষ্টি হয় পূণ্যপুরুষের ভ্রুণ
তবে কবিরাই প্রথম জীবন বৃত্ত ভেঙ্গে
তাকে নিয়ে যাবে আলোর ঠিকানায়।

বয়সের চন্দ্রাবতি ফুল

শরীরের নিকনো বাগান থেকে
ঝরে যায় বয়েসী চন্দ্রাবতি ফুল
কোথায় কিসের ভুলে (?)
কিছুই বুঝিনা আমি
বৃদ্ধ নদীরাও দেখি দুলে দুলে যায়
যুবতি রমনীর মত বেলা-অবেলায়
কুলের শরীর থেকে খসে পড়ে
চাপ চাপ সময়ের পলি।

এমন নষ্ট সময়ে তুমি
কেন যে জন্মালে পদ্মশিশু
তোমার পাপড়িতে উড়ে
সন্ত্রাসী ভ্রমর
বোলতা কামড়ে তুমি কেঁপে কেঁপে উঠো (!)

শেকড় গেড়েছো তুমি বদ্ধ পুকুরের জলে
বাসন্তি প্রহর এসে ছড়াবে না সুবাসিত ঘ্রাণ
জলের আরশিতে কভূ
ভাঙবেনা ঝিলিমিলি ঢেউ
কোন পাখি গাইবে না যৌবনের গান।

আমি তবু কালের সাক্ষী হয়ে তোমাকেই দেখি
দেখি নীলাভ খোপায় কীটের দংশনে
আর কত ধংস নামে-
বুকের জমিনে।
২৫/১১/২০০০

ভালবাসার দিনগুলি মোর

(একজন প্রবাসীর পিছু ফিরে দেখা)

রাতের প্রথম প্রহর যায়
তুমিহীনা বিরাণ শয্যায়
মধ্য প্রহরে থাকে অসীম হাহাকার
শেষ প্রহরে তুমি আস
স্বপেন্র দোলনায় চড়ে
এ কোন নিঠুর বাঁধনে তুমি জড়ালে আমায়।

এ বৃত্ত ভাঙতে গেলে
হৃদয় শেকড়ে পড়ে টান
এ মায়া কাটাতে গেলে
আরো বেশী আঁকড়ে ধরে ক্ষুব্দ অভিমান।

তোমার আমার মাঝে এখন
বাতাস গড়েছে সেতু
নীলিমার শুন্যতায় ভিড়ে থাকে
হারানো কথার ভেলা
তারায় তারায় চমকিত হয়
তৃষ্ণার্ত ফেরারী চোখ।

প্রতিনিয়ত আমি মেঘের মিনারে বাঁধি ঘর
চাঁদের জোছনায় সাজাই কল্পিত স্বপন্বাসর
আর ভালবাসার উষ্ণ শয্যা হাতরে
সারাক্ষণ তোমাকেই খুঁজি মনোহর।
০৫/১০/২০০২

জানি একদিন

আমি জানি আমার কবিতা নিয়ে একদিন
বসবে ধুমায়িত কফির আসর
ভালমন্দ তর্কে ফেনায়িত হবে চায়ের পেয়ালা
ঋদ্ধ পাঠক কেউ পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে
সাবলীল বলে যাবে
বড় হৃদয় নির্ভর ছিল কবি।

আমার তাতে কিছু আসে যায় না
শুধু জানি,
হৃদয়ের গভীর অনুভব থেকে
যে শব্দ তুলে নিয়ে অঞ্জলি ভরি
তাই দিয়ে সাজাই কবিতার শরীর
আমার দায়বদ্ধতা শুধু বিবেকের পাঠশালায়
আমার ঋণ শুধু সময়ের কাছে।

জন্মের ক্ষণ থেকে যে সময়ে ভর করে
শেষ যাত্রার হবে আয়োজন
তাকেই সাক্ষী রেখে
ঘর-গেরস্থালি আমার
গাছ পাখি নদী ফুল
এই সব প্রকৃতির নির্মল বৈভবতা
আমাকে যে শেখালো
জীবনের ক্ষুদ্রতা থেকে
অনন্ত অসীমের কথা
আমি তার কাছে ঋণী।

আমি শুধু লিখে যেতে চাই
যা কিছু সত্য মানি সেই সব ধ্রুব সংলাপ
যা মিথ্যা শুধুই প্রহসন-
তাকে বর্জন করি সময়কে সাক্ষী রেখে।

কবি শুধু প্রকৃতির সত্যটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচে
সমাজের বাঁকা পথে কদাচিৎ মুখোমুখি তার
নির্জনতার সুখ নিয়ে অসম্ভব অহংকারী কবি
ইতিহাস নিয়ে ভাবে না কখনো।
কবিতার পংক্তিগুলো কবিকে সঙ্গে নিয়ে
যাত্রা করে অনন্ত পথে
কবি শুধু বর্তমানে হাটে।

এই এখন যেমন চলছে যন্ত্রণার যুগ
পৃথিবীর সভ্যতা লীন হচ্ছে
অবক্ষয়ের ধারাপাতে
নির্মমতার কালো মেঘ চারিদিকে
বেঁধে আছে বাসা
এই সব সত্য বাণী উচ্চকিত হউক
কবিতার মাঠে
কালের সাক্ষী হউক আমার কলম।

বিভৎসতা আর নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনায় ঢাকা
সভ্যতার কুৎসিত নেকাব
আমি খুলে দিব কবিতার প্রচ্ছদপটে
পৃথিবী দেখুক এই নৃশংস ছবি
এইটুকু থাক মোর শেষ পরিচয়।

১৮/০৪/২০০২

ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এর কবিতা

জন্ম ঃ ১৯৫৮ সালের ২ অক্টোবর চাঁদপুরের দক্ষিণ তরপুরচণ্ডী গ্রামে। প্রাইমারী, হাই স্কুল ও কলেজ জীবন শেষ হয় চাঁদপুর জেলা শহরেই। পেশায় মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বাঙালিদের একমাত্র নিয়মিত সাহিত্যপত্র, মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বর্ষীয়ান প্রকাশনা *মরুপলাশ* এর সম্পাদক ও প্রকাশক। রিয়াদ থেকে প্রকাশিত আরও দুটি সাহিত্যপত্র *মোহনা* এবং *রূপসী চাঁদপুর* এর তিনি প্রধান সম্পাদক। রিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম এর সভাপতি। *মরুপলাশ* (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা র তিনি স্বত্ত্বাধিকারী।

বাবা মায়ের নাম বেগম নূরেরনেছা আলী ও মরহুম দেওয়ান বশরত আলী। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় (কবিতা) হাই স্কুল জীবনে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে স্কুলের দেয়াল পত্রিকায়। পরে চাঁদপুর সরকারী কলেজ এ অধ্যয়নকালে কলেজ ম্যাগাজিনে। কলেজ জীবন থেকেই বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হতে থাকে ঢাকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে। কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রাস্থায় প্রথম গ্রন্থ *(প্রেম অনলে)* নামক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ঢাকার লেলিহান সাহিত্যগোষ্ঠির প্রকাশনা থেকে। এরই কিছু কাল পূর্বে চাঁদপুর টাউনহলে মঞ্চস্থ হয় লেখকের তিনটি নাটক *(ক্ষিপ্ত প্রতিশোধ, অতীত কথা বলে ও ঝরা মুকুল)* সরাসরি লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে।

লেখক মূলতঃ শিশু সাহিত্যিক। শিশু বিষয়ক কথকথা ও ছন্দ নিয়েই তার দিনরাত্রি। শিশুতোষ ও বক্তব্যধর্মী ছড়াগ্রন্থের সংখ্যা ১০টি। আরও রয়েছে গল্পগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ, শিশু ও কিশোর উপযোগী বিদেশী গল্পের অনুবাদ গ্রন্থ।

লেখকের প্রিয় কবি এ গ্রন্থে অংশগ্রহণকারী সকলেই। কেননা বিদেশ জীবনে ১৯৮৪ সাল হতে এই সকল কবি সাহিত্যিকদের নিয়েই লেখকের সকল আয়োজন। রিয়াদ থেকে লেখক কর্তৃক সম্পাদিত সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর, মোহনা,* সহ লেখকের অন্যান্য প্রায় সবগুলো গ্রন্থই বর্তমানে ইন্টারনেট সংস্করণে রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে লেখকের বই, ম্যাগাজিন গুলো সহজেই পড়া যায়।

গেরিলা প্রেমের পদধ্বনি

সেদিন পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূর থেকে
অনুরোধ করেছিলে
মোবাইলে
আকুল কণ্ঠে-
লিখতে তোমায় বর্ণিল সব শব্দ দিয়ে
একখানা প্রেমপত্র
কিংবা সহজ-সরল প্রেমের ভাষায়
একটি প্রেমের কবিতা।
যাতে প্রতিটি শব্দে ও বাক্যে থাকবে
আবেগ গলানো ভালোবাসার নির্যাস
ঠিক যেন শরতের পাতা হতে ঝরা শিশির।
হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভালোলাগার মমতায়
থাকতে হবে প্রতিটি পংক্তি
একেবারে জবজবে ভিজে।
আরো বলেছিলে-
চিঠির সূচনায় থাকতেই হবে
মিষ্টি মধূর সব সম্বোধন
যেমন- ওগো মোর মাধবীলতা, চঞ্চলতা,
কিংবা ওগো মোর চাঁদনীরাত, ধলেশ্বরী
নতুবা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।

চিঠির বুকে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থাকবে
থাকতেই হবে অফুরন্ত সোহাগ-মাখা শব্দাবলী
যা থেকে চুয়ে চুয়ে পড়বে প্রেমরস
যেমন ঝরে পড়ে প্রভাতে গোলাপের পাপড়ি হতে
শরৎ কিংবা হেমন্তের শিশির।

কবিতাই লিখি আর প্রেমপত্র
তার উপসংহারে যেন থাকে
তোমার অঙ্গ, চাহনীর বন্দনাগীত

যা পড়তে গিয়ে তুমি হতে পারো
শিহরিত, পুলকিত, ছন্দিত
ছন্দে ছন্দে নেচে ওঠে যেন তোমার বুক ও শরীর।
শেষান্তে যেন লিখি- ইতি তোমারই আমি।
এর পরপরই রিসিভারে এক প্রবল আকর্ষনীয়
চুম্বনের শব্দে পিলে উল্টে যায় আমার কাব্যলক্ষ্মীর
আমি টের পাই পংকিল রক্ত কণিকার চরম দাপাদাপি
পাই যেন গেরিলা প্রেমের পদধ্বনি!
স্যরি প্রিয়দর্শিনী
তাই আর লেখা হলো না প্রেমপত্র কিংবা কবিতার পাপড়ি
কেননা আমি নিজেই হয়ে গেছি এক বল্গাহারা প্রেম-দেওয়ানা!!

সকাল-সন্ধ্যা মরি - প্রতিদিন মরি

বিশুস্ক হৃদয় মরুতে যে বারিবর্ষণ দিলে
জাগালে যে সমুদ্রে উথাল-পাতাল ঢেউ
সে তুমি হে নারী সুশীতল মন্দাকিনী।
এতোদিনতো ভালোই ছিলাম
ছিলো না চোখে
রঙতুলি, ক্যানভাস
ছিলো না মনে
স্বপ্নীল পায়রার ডানা ঝাপটানি,
সুরের কাতরতা।
হাছনা-হেনার মাতাল সুবাসে উতলা হতো না মন
সবুজ গোরা সাপের মতো।
সেই আমি আজ বদলে গেছি আমূল
তারও সঙ্গত কারণ তুমি....

প্রতিকূল বাতাসের রাজ্যে আমার বসবাস
তাই মন পবনে ওড়ে না আর সোনালী পাল
নিজকে বানিয়ে রেখেছি
কাফন জড়ানো এক জীবন্ত লাশে!
আমার মতো করেই আমি বেঁচে ছিলাম।

মোহন বাঁশির সুরতো ভুলে গেছি সেই কবে জানি না
দোয়েল-কোয়েলতো এখানে স্বপেন্ও ধরা দেয় না

অথচ আজকাল ঘুঘু আর চড়ুঁই পাখির ডাকে
উদাস বাউল হয়ে যাই।
গাইতে থাকি বাংলার কোন বাউল গায়কের মতো
তার শেকড়েও তুমি শুধু তুমি।

তুমিই জাগিয়ে দিলে আমার চেতনার কোষে কোষে
সব কটা ঘুমন্ত কীট-পতঙ্গকে
জাগাঃেল মন ময়ুরীকে।
যখনি পেখম মেলেছে সেই আমার মনময়ুরী;
ঠিক তখনি তুমি নেই
কোথাও নেই! হয়তো চলে গেছো
দিগন্ত দৃষ্টির শেষান্তে
তাই আজ প্রতিক্ষণ আমি মরি,
সকাল-সন্ধ্যা মরি
দিনের পর দিন মরি
এ মরা যে অসহ্য যন্ত্রণার মরা!!

প্রিয়ার মনের ঢেউ

পাহাড় বুকে ঝরণা দেখে
পাখ্-পাখালি যাচ্ছে ডেকে
ঝরণা দেখে মনটা জাগে
চঞ্চলতার অনুরাগে।

উথ্লে ওঠে প্রেমের জোয়ার
পাগলা হাতে প্রিতম ছোঁয়ার
কিন্তু প্রিয়ার মনটি যেন
সাত-সাগরের ঢেউ,
প্রিয়ার মনের ঢেউগুলো কী
গুণতি পারে কেউ!?

লাগাম বিহীন মন

(শিপন ওয়েব সাইটের স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন শিপন আপনজনেষু)

লাগাম বিহীন ঘোড়ার মতো
মনটি আমার ছুটতে থাকে,
পাখির মতো শুন্যে উড়ে
আকাশ নীলও লুটতে থাকে।

মুক্ত পাখির মনটি হঠাৎ
কার মনেতে বন্দী হলো
কার সাথে তার প্রথম দেখা
কার সাথে ফের সন্ধি হলো!?

কী জানি কোন প্রেমের ছোঁয়ায়
আজকে আমি উদাস কবি,
চোখের ঝিলে ভাসতে দেখি
সেই অজানা প্রিয়ার ছবি।

এসো হে বৈশাখ এসো

এসো হে বৈশাখ এসো
ঋতুরাজের বর্ণিল চুমু শেষে
গ্রীস্মের দাবদাহ নির্মেঘ আকাশে
গেরুয়া বসনে ক্ষ্যাপা বাউলের একতারাতে
কবি জসিমের নকশীকাঁথার মাঠে
কিংবা তুমি এসো সোঁজন বাদিয়ার ঘাটে
আমার চোখে রঙধনু হয়ে বর্ণালী ধারাপাতে
এসো তুমি আজ শত রঙ নিয়ে এসো।

এসো হে বৈশাখ এসো
রবি ঠাকুরের বিশ্বমানবতার গানে গানে
হাছন-লালনের উদাসী বাউল প্রাণে
শ্যামা-দোয়েলের শিস্ দেয়া টানে,

তুমি এসো পুরাতন -পচার বিনাশী আচরণে
ট্রাফালগার স্কোয়ারের সিংহমূর্তির ভীষণ গর্জনে
ভয়ংকর সুন্দর দু'টি আঁখি নিয়ে তুমি এসো !!

তুমি এসো আজ এসো
দূর প্রবাসে বাঙালির হৃদয়-বুকে
তালপাতার বাঁশি, বটতলার মেলা সুখে
শানকি ভরা পান্তা-মরিচের স্বাদে
সোঁদা মাটির গন্ধ পেতে এ মন-মৃত্তিকা কাঁদে
হাজার বছরের স্বজন তুমি,
তুমিই সাহস-ডর!
লাখো মানুষের বুকে গড় তুমিই বিরানচর
কবির ভাষায় তবু গেয়ে ওঠে ওরা -
'ওই নতুনের কেতন উড়ে কাল বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বণি কর, তোরা সব জয়ধ্বণি কর।।

কবিতার মানসী

ক্রিং ক্রিং টেলিফোন রিং এর শব্দে
আমার মগন্ চৈতন্যের দ্বার খুলে গেলো
আলতোভাবে রিসিভার হাতে তুলে নিতেই
অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো
কিছু মিষ্টি মধুর বাঙলা শব্দ মালা -
ঃ কেমন আছো প্রেমিক কবি, আমাকে চিন্তে পারছো ?
না । চিন্তে পারবে না ।
কেননা দেখা হয়নি, কথা হয়নি কখনো । কোনদিন ।
তা হলে আমিই বলছি -
আমি সেই যে তোমার কাব্যলক্ষী , কবিতার মানসী
যাকে না দেখেও কল্পনার রঙ তুলি মেখে মেখে
লিখে যাচ্ছো অবিরাম
কতো শতো গান আর কবিতার মঞ্জুরী ।

যাকে তুমি বলো, ঝুর ঝুর বকুলের গন্ধে
মৌ-মৌ সারা দেহমন
যার নির্যাস টেনে টেনে
গড়ে যাও কবিতার দেহ, গানের কলি আর গল্পের ভূমি
তাকে কি একটিবারও দেখতে চায়নি মন ?

অবাক বিস্ময়ে শোনে যাই তার কথা!
এর পরে বলি - লিখতে গিয়ে কতো নামইতো
বর্ণালী হয়ে ফুটে ওঠে কলমের ডগায়
আর সে নামের সাথে যদি তোমার নাম ঠিক-ঠিক
মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়ে থাকে। তবে-
সত্যিইতো তুমি আমার কবিতার মানসী ।
আমার ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করো হে মরুর গোধুলী ।
সবুজ সত্যি কি জানো
আড়ালে আছো বলেই লেখা যায় তোমায় নিয়ে
রোমান্টিক কবিতা, গান আর ছন্দের ছলা-কলা
গড়া যায় স্বপন্নীল বাসর
সামনে এলে হয়তো আর যাবে না লেখা কস্মিন কালেও কিছু
বলা যাবে না হৃদয়ের অর্গল খুলে জট্ বাঁধা কথাগুলো ।
সেই ভালো তুমি আমার কবিতার মানসী ,
প্রিয়তমাসু হয়ে থেকো
দূর থেকে দিয়ে যাও শুভাশীষ আর
ভালোবাসার পাপড়ি ।
হয়তোবা কোন একদিন মূখর বসন্তের
কোনো রঙ ঝরা গোধুলীতে
মিলিত হবো দু'টি নদী একই মোহনায়
যেমন মিলিত হয়েছে পদ্মা ,মেঘনা ও ডাকাতিয়া ।
সে দিনের প্রত্যাশায় এক গোছা রজনীগন্ধা
আর তাজা বেলী ফুলের মালা হাতে নিয়ে
বসে থাকবো। বলবো-প্রিয়ে তোমারী প্রতীক্ষায় আছি ।
যদিও কেঁদে কেঁদে ফিরে যাবে
অনেক গুলো উদাসী ফাগুন
আর ঝরে যাবে গাঁথা মালার ফুলগুলো ।।
(২৪ জানু ৯৫ রিয়াদ)

ডঃ এ-কে-আব্দুল মোমেন এর কবিতা

ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন সউদী আরবে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত আছেন। ইতিপূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বষ্টনে ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতির একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। স্বদেশ ত্যাগ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিবাস নেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারে কাজ করেন। বাংলাদেশের ওয়েজ আর্নাস স্কীম এর উদ্যোক্তা ডঃ মোমেন আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশূ পাচার বন্ধে যে অবদান রাখেন, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে হিউম্যান রাইট্স-১৯৯৪ এওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এ ছাড়া তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ব্যক্তিগত প্রশংসাও অর্জন করেন। তিনি একজন তত্ত্ব ও তথ্যমূলক প্রবন্ধকার হিসেবে দেশে বিদেশে এক বিশাল পাঠক প্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি রিয়াদের ***মরুপলাশ, মোহনা, রূপসী চাঁদপুর,*** এবং ***অন্যধারা*** সাহিত্যপত্রে নিয়মিত লেখালেখি করেন এবং দেশের জনপ্রিয় দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ এবং ইংরেজি ***ইনডিপেডেন্ট*** ও ***ডেইলী ষ্টার*** এ তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি রিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম-এর উপদেষ্টা মণ্ডলীর একজন সম্মানিত উপদেষ্টা।

এক অনন্য প্রতিভাবান ও একজন নিখাদ বাঙালি মার্কিন নাগরিক ডঃ মোমেন কবিতাও লিখেছেন *মরুপলাশ* এর কোন কোন সংখ্যায়। ওনার একখানি প্রবন্ধগ্রন্থঃ ***বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকঃ আমলাতন্ত্র*** মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছে। বর্তমানে গ্রন্থটি ইন্টারনেট এডিশনে রয়েছে।
পাঠকদের ভিন্ন স্বাদ দেবার জন্যে এবার ডঃ মোমেন এর কিছু কবিতা আমাদের যৌথ কাব্যগ্রন্থের ইন্টারনেট এডিশনে সংকলিত করা হলো। আমাদের বিশ্বাস পাঠকগন এতে ডঃ মোমেনের ভিন্নমাত্রার পরিচয় খুঁজে পাবেন।

একুশের ভাবনা

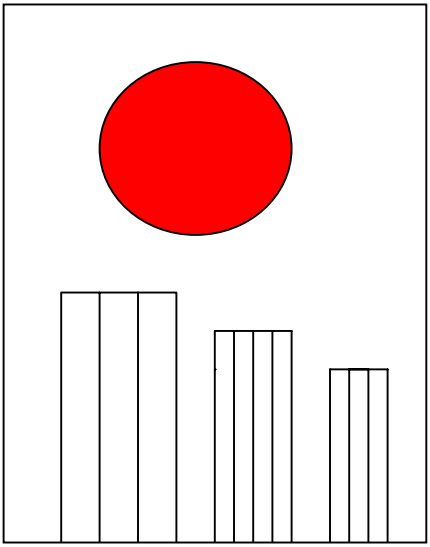

ইউনেস্কোর একুশের ঘোষণা
গর্বের বস্তু হতে পারে
তবে ভাত দেবেনা আমাদের ।
একুশের গান কবিতা আর আলপনা
মনের মাধুরী আর আবেগ দিয়ে গড়া
তবে সে চাকরি দেয়নি আমাদের ।

চাকরির নেশায় হেটেছি অনেক
আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো রাজপথে
বাঙলা হরফ আর বাঙলা গান নিয়ে .....

জীবিকার জন্যে আজ আমি প্রবাসী
আমি ইংরাজি শিখি, আরবী শিখি
শিখি হরেক রকম ভাষা ও জ্ঞান ।

বাংলা আমায় চাকরি দেবে, ভাত দেবে
দেবে সম্পদ ও সম্মান
যদি আমার অর্থনীতি হয় সবল , প্রযুক্তি হয়
প্রবল ।

একুশ আর একাত্তর
আমায় দিয়েছে স্বাধীকারের আমেজ
আমি পেয়েছি স্বাধীন ভাষা, স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ ।

তবে স্বাধীকারের পূর্ণ প্রাপ্তি আর গর্ব
পূর্ণতা পাবে তখনি যখন সেন্হময়ী সোনার বাংলা
আমায় চাকরি দেবে , ভাত দেবে , দেবে শান্তিময় উন্নত জীবন ।

তৃতীয় বিশ্বে দুর্নীতি ও নেতৃত্ব

সরকার প্রধানের সবচেয়ে বড় শক্তি
সবচেয়ে বড় সম্পদ
মানুষের ভালবাসা,
মানুষের সমর্থন।

নেলসন ম্যাণ্ডেলা, মহাত্মা গান্ধী
ইয়াসির আরাফাত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, প্রেসিডেন্ট রোজবেল্ট
এঁদের সবার সম্পদ মানুষের ভালবাসা
মানুষের সমর্থন ও বিশ্বাস।

এই যদি ইতিহাসের শিক্ষা হয়
এই যদি দেশ নায়কের সম্পদ হয়
তাহলে পত্রিকার শিরোনামে
টেলিভিশনের নীল পর্দায়
জেনারেল সুহার্তোর দুর্নীতি
দুর্নীতির জন্যে জেনারেল এরশাদের কারাবরণ
এমনটি কেন ?

তবে কি জেনারেল মার্কোজের লুটপাট
জেনারেল মবোতোর সম্পদ হরণ
জেনারেল আবাচার দুর্নীতি
ইতিহাসের আসল শিক্ষা ?

উন্নয়নশীল দেশসমূহে
সরকার প্রধানের পরিবর্তনে
নতুন সরকার পুরাতন সরকারকে
হেয় করতে পারলেই
মনে যেন শান্তি পান
সাফল্যের অট্টহাসিতে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী
বাংলাদেশে দুর্নীতির মহানায়ক হচ্ছেন
স্থায়ী আমলাতন্ত্রের কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী
তাই যদি হয়,
তাহলে সরকার পরিবর্তনেও
এদের হয়না কেন বিচার?

দুর্নীতির দায়ে এরশাদের কারাবরণ
দুর্নীতির দায়ে এরশাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
হুমায়ুন রশীদের পদত্যাগ ও পরবর্তীতে স্পীকার নির্বাচিত
তৃতীয় বিশ্বের এই উত্থান-পতন
অবাক হওয়ার !

জন্ম-মৃত্যু

জীবন সায়াহ্নে
হিসাব খাতার পাতায়
সম্পদের পাহাড়, আধিপত্য
বেশভূষা, পদবী, ক্ষমতার বড়াই
সবকিছূ কি মেকী!

সদ্যপ্রসূত আমি,
না আছে কাপড়
না আছে সম্পদ
না ক্ষমতা, না শক্তির বড়াই

আজন্ম মা-বাপের ভালবাসা
সেন্হ স্পর্শকাতরতা,সমাজের সেবা
আমাকে দিয়েছে সাহস সম্বল
ইহকালে তৃপ্তি
করেছে সৃষ্টির সেরা
মরণের পর
মানুষের প্রতি প্রেম, জীবে দয়া, সেবা,
সমাজের প্রতি ভালবাসা

আমাকে দেবে কি সেই প্রাপ্তি?
পরকালে স্বর্গসুখ, শরাবান তহুরা?

জন্ম-মৃত্যুর এই মিলন খেলায়
জীবন কি অপরূপ বাস্তব
জন্মের সময়ে আমি কেঁদে এসেছি
মৃত্যুর সময় আমি কি কাঁদিয়ে যাবো?

Hunger

Give me, give me, give me a quarter,
Asked a homeless, wretched man
In the shivering streets of winter
Near the Harvard Square,
The seat of learning and the youth.

He is hungry
Hungry for food and coffee
He looks pale and old,
And he has nothing to eat nor a shelter
In this world of plentitudes.

I am rich, and I am full of youth and grace,
I was wearing costly winter clothes, warm and heavy
And I swear that I have more clothes than I need,
I just throw a coin out of pity
And I felt gracious and merciful.

The homeless is pale and hungry
And we feel pity for him as we do for a third world,
But do I ever think and reflect
That my hunger for more and more
May have resulted in him to be a homeless?

* * Awarded best poem of 1991 by the American poetry club, USA, Published in **Salam Argus** 1991.

Life and Twilight

At the twilight of evenings,

At the dawn of the day,
Both dawn and twilight
Are very short indeed.

At every blinking of eyelids
And at every breath of mine
Life is passing quickly
An it never comes back.

Life may be compared
With that of the twilight or the dawn,
A few counted years of longivity.

Is life a twilight
And is it more precious than gold?
I am alert and ready
To have more gold,
But I am neither alert nor conscious
To save time
Am I an earthly guy?

হেলালউদ্দীন আহমদ এর চতুষ্পদী ও অন্যান্য কবিতা

অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ কুমিল্লা সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ এর একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তারপূর্বে তিনি চাঁদপুর সরকারী কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন সুদীর্ঘকাল ধরে। চাঁদপুরে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের জন্ম দেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন লেখালেখিতে। ওনার সম্পাদনায় চাঁদপুর হতে প্রকাশিত হতো এক অনিন্দ সুন্দর সাহিত্যপত্র *মোহনা* । ওনার অবর্তমানে তা আর প্রকাশিত হয়নি। তবে সাহিত্যপ্রেমিকগন আজও ভুলতে পারেনি সেই *মোহনা* র কথা। এই বিভূঁই প্রবাসে বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের মুখপত্রটির নামও তাই *মোহনা* রাখা হয়েছে সেই চাঁদপুরের মোহনাকে স্মরণ করার মানসেই। তিনি একজন নিরলস সাহিত্যকর্মী ও লেখক। ব্যক্তিগত জীবনে একজন ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হয়েও সারাজীবন বাংলা সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছেন। ওনার অনুপ্রেরণাতেই এই ধুসর মরুর দেশে *মরুপলাশ* এর জন্ম হয়। যে সাহিত্র্যপত্রটির বয়স বর্তমানে পনের বছর পার হতে চলছে। *মরুপলাশ* এর জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ইহার প্রধান উপদেষ্টা। ওনি একজন প্রখ্যাত অনুবাদ সাহিত্যিক, কবি ও সাহিত্য সমালোচক।

লেখকের রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো- (১) বিদেশী মনিষীদের রবীন্দ্র চর্চা (অনুবাদ গ্রন্থ) (২) শোষিত জনতার সান্নিধ্যে (প্রবন্ধ) (৩) জগাখিঁচুড়ি (প্রবন্ধ) (৪) চতুস্পদী কবিতা (৫) বিন্দুতে সিন্ধু

নারী

নারী একপ্রকার অনল
সেই করেছিলো আদি পাপ,
পতঙ্গের মতো নির্বোধ পুরুষ
জলন্ত অনলে দিচ্ছে ঝাঁপ ।

দুই

প্রথম দাবী খাদ্য বস্ত্র
দ্বিতীয় দাবী শৃঙ্গার সঙ্গম,
অনেক নারীই বিবেচনাহীন
এটাই এদের আসল ধরম।

তিন

বাইরে থেকে পবিত্র দেখালে ও
আসলে হয়তো পবিত্র নয়,
এটাই এদের চিরন্তন নিয়তি
সন্তানের পরেও অপবিত্র রয়।

চার

কামনা জাগায় দূর থেকে
কাছে এলে আকর্ষণ নাই,
দূর থেকে খোশবু ঢালে
কাছে দাঁড়ালে দুর্গন্ধ পাই।

পাঁচ

আসলে নারীর ব্যর্থ জীবন
পুরুষের নামে সন্তানের পরিচয়,
সারা জীবন পরিশ্রম করে
তবুও নারী নেপথ্যেই রয়।

ছয়

নারী আসলে চিনির বলদ
জরায়ুতে সন্তানের বোঝা টানে,
মা'র নাম সমাজ জানে না
সবাই সন্তানের পিতাকে চেনে।

সাত

পেটিকোট উল্টালেই মানব সংসার
মনে জাগে মহা ফূর্তি.
ধরিত্রী বলতে নারীই বোঝায়
সর্বত্র বিজয়ী নারী মূর্তি।

আট

গোটা দেহটাই যৌন সাম্রাজ্য
কোন অংশই বাদ নাই,
বুড়ো লোকও কাশতে কাশতে
নারী দেহের পানে চায়।

নয়

বুকের মাঝে ঝুলে থাকে
বিশ্রী রকমের কলার থোর,
তাই দেখে পুরুষ পাগল
চোখে লাগে ভীষণ ঘোর।

দশ

নারী হচ্ছে গ্রহের মতো
নিজের কোন আলো নেই,
নামের পিঠে স্বামীর নাম
এতেই তার প্রমান পাই।

চুম্বন

কবিতার রক্ত শোষণ করে
মশাটা যদি আমাকে কামড়ায়,
তাহলে বেশ মজাই হবে
এমন কামড়ে দুঃখ নাই।

চিড়িয়াখানা

এ পৃথিবী একটা চিড়িয়াখানা
নানান কিসিমের জন্তু আছে,
সবচে' হিংস্র জন্তু মানুষ
অন্য সবই তার পিছে।

চমৎকার

একতলা একটা সুন্দর বাড়ি
ব্যাংকে পঁচিশ লাখ টাকা,
গ্যারেজে একটা সুন্দর 'কার'
চমৎকার ঘুরবে জীবন চাকা।

চিরন্তন

সঙ্গম আর সন্তান উৎপাদন
এটা কোন কীর্তি নয়,
মানব কল্যানের সাধনা করো
কালের বুকে স্মৃতি অক্ষয়।

চাঁদপুর

চাঁদপুরের আকাশে চাঁদ ছিলো
নদীতে ছিলো রূপালী ইলিশ,
চাঁদপুর কলেজের শিক্ষক ছিলো
দু'তিন জন কপট ইব্‌লিশ।

চাহিদা

আল্লার জিকির করার আগে
থালা ভরা ভাত চাই,
পেটের ভেতর আগুন জ্বললে
জিকিরে মোটেই মজা নাই।

প্রশ্ন

এ দেশের রাজনীতির ঢং হলো -
'তুমি গদি ছাড়ো আমি গতিতে বসি
গরীব শালারা মরে যাক উপাসে
গলায় বাঁধিয়া ফাঁসির রশি'।

নেত্রীর দেহের বাড়িবে মাংস
দরকার নেই দেশের কথা ভাববার,
চাকরি নেই, ব্যবসা নেই কোন
তাদের আছে শুধূ রাজনীতির কারবার।

হরতালে যখন গরীবেরা উপাষে মরে
তখন মুরগীর রান চিবায় তারা,
আরো আছে কতো মজাদার খাদ্য
তাদের চোখে স্বর্গের মতো ধরা।

রোগ হলেই উড়াল দেয় আকাশে
সউদী আরবে যায় কিংবা আমেরিকা,
জনসভায় জনগনের দরদী সাজে
আসলে তাদের সব বুলিই ফাঁকা।

মরণের পরে হবে কাঙ্গালী ভোজ
স্বর্গে যাবার পথ প্রশস্ত হবে,
তাদের ভোগের জন্যেই বাংলাদেশ
গরীবের জন্যে ভাই আছে কি তবে ?

আশীর্বাদ

(দেওয়ান আবদুল বাসেতের প্রতি)

বাংলাদেশের এক ক্ষ্যাপা ছেলে
দেওয়ান বাসেত তার নাম,
গল্প লিখে, কবিতা লিখে
তার সাধনা চলছে অবিরাম।

মরু রাজ্যের রিয়াদ নগরে
মরুপলাশের বীজ করলো বপন,
এখন তা বিশাল মহীরুহ
তার ভক্ত জুটেছে অগণন।

চাঁদপুরের ছেলে দেওয়ান বাসেত
ডাকাতিয়া নদীর কুলুকুলু ধ্বনি
তার সাধনায় মুগ্ধতা ছড়ায়
কুমিল্লায় বসে তাও শুনি।

চাঁদপুর কলেজের ছাত্র ছিলো
ইংরেজীর অধ্যাপক আমি ছিলাম,
তখনই তার প্রতিভার স্বাক্ষর
নাটকের মাধ্যমে পেয়েছিলাম।

সাবাস ছেলে দেওয়ান বাসেত
সম্মুখ পানে এগিয়ে চলো,
শ্রেষ্টত্ব অর্জনই সংকল্প হোক
আমার আন্তরিক আশীর্বাদ র'লো।

প্রেরণার উৎস

(মরুপলাশ সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেতের চিঠি পাই)

‘স্যার পত্রপত্রিকার জন্যে আপনার
লেখা চাই’
আমি দুর্ভাগা দেশের লেখক
চিন্তা করি
কোন্ ধরনের লেখার মাধ্যমে
পাতা ভরি।
বুড়ো মগজে চাপ দিই
বাড়ে উত্তাপ,
সুকান্তের কথা মনে পড়ে
বাপরে বাপ!
একুশ বছরের এক ছোকরা
জেলেছিলো আগুন,
তাঁর মতো পারি না লিখতে
নেই গুণ।
অন্যায়ের সাথে আপস করি
কাঁপি ভয়ে,
সুকান্ত লিখেছিলো জ্বলন্ত কবিতা
বেদনা সয়ে ;
কোটি মানুষের দুঃখের কথা
বলতেই হবে,
আমাকে স্মরণ করবে তারা
যারা পড়বে।

বাস্তবতা

নেতা নেত্রীদের বাড়ছে মেদ
দেখতে পাই,
হরতালে গরীব মরে
দুঃখ নাই -
গদির লোভে পাগল তারা
মিথ্যা বলে,
ক্ষমতার যষ্ঠি পেতে চায়
নানা কৌশলে।
তাদের পেছনে ঘুরছে লোভী
হিস্যা চায়,
আসল মজা পায় না তারা
কিছু পায় ।
আর কতোদিন চলবে
ভাই এমনতরো
তোমরা কি এই লেখককে
বলতে পারো ?

শেখ আবুল বাশার এর কবিতা

জন্মঃ ১৯৫৮ সালের ৩০ জুন পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার তারাবুনিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতা-মাতার নামঃ শেখ আবদুল খালেক ও মিসেস মাজেদা বেগম। পেশায় চাররিজীবি। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে লেখকের স্বসম্পাদিত সংকলন *রক্ত গোলাপ* এ। এরপর স্বদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন বাঙলা প্রকাশনায় বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বাঙলা সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ* এ নিয়মিত লেখালেখিচর্চা। তিনি রিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক এবং এ সংগঠনের মুখপত্র *মোহনা* দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদক।
ভোরের পদ্মকলি ও *স্মৃতির দর্পণে* নামক দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।

আমার চেতনা

ইতিহাস কালের তুমি নীরব সাক্ষী
ফাগুনে শ্যামল বাংলায় ফোটে ফুল
শিমুল কিংশুক পলাশ ডালে ফিরে আসে নবজাগরণ
মৃতপ্রায় জীবনে ডেকে যায় প্রত্যয়ের বান ।

শুধু কালো ব্যাজ, নগ্নপায়ে প্রভাতফেরীতে নয়
আসে উত্থান-অধিকার-স্বাধিকার আদায়ের
শোক হয় শক্তি সন্ধান করে ঐতিহ্য-শেকড়ের
বায়ান্ন-একাত্তরে মিশে যায় বিপুল উদ্দামে এক মোহনায়।

একুশ আমার চেতনা-অহংকার-আত্মপরিচয়
ঘোর তমশায় তুমি কাণ্ডারি জাতির বিবেকের
সময়ের ধারাপাতে তুমি দিয়েছ স্বাধীনতা
সময়ের সোপানে পেয়েছ তুমি বিশ্বজনীন সম্মাননা।

তবুও কোথায় যেন এরই মাঝে ফোটে বিষবৃক্ষফুল !
ড্রাকুলা মোহিনী ডাকিনীর নিঃশ্বাষে কেঁপে ওঠে ধরাতল
আজ চাই একুশের মন, চাই একুশের দূর্মর শক্তি
দূর্ভাগা জাতিকে এনে দিক আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি ।।

স্বাধীনতা

(আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যক্ষ আফতাব উদ্দীন আহমেদ শ্রদ্ধাভাজনেষু)

স্বাধীনতা
ছোট্ট একটি শব্দ
একটি অভিব্যক্তি, একটি জাতির মুক্তি
বাঙলা বাঙালির নিপীড়িত জনতার।

স্বাধীনতা
এক অব্যক্ত আনন্দ
ছোট্ট শিশুর আলতো কঁচি ঠোঁটে
যে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ কলি।

স্বাধীনতা
এক দুর্বার গতি
কল্লোল ভরা মধুমতির বুকে
পালতোলা ধাবমান তরী
সরিষা ফুলে এলোমেলো বায়
পাহাড়ী ঝর্ণা যে দূর্বার দূর্জয়।

স্বাধীনতা
ভাব, ভাষা, অভিব্যক্তি প্রকাশের
শাশ্বত এ বাঙলাকে ভালোবাসার
সূর্য সন্তানকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাবার
সে আমার জন্মগত আজন্ম অধিকার।

চিত্র প্রদর্শণী

(বন্ধুবর ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত যিনি আমায় প্রেরণা যুগিয়েছেন লেখালেখিতে)

আকর্ষণীয় চিত্র প্রদর্শনী
হরানী, বালুচি, ভারতী, বাঙালি অনেক মেয়ের ছবি
দেখেছি ক্লিওপেট্রা, বনলতা সেন, আবরণহীন
আধুনিকা নারী, ডাগর ডাগর চোখের চকিত চাহনি
আলুথালু কেশের চপলা রমণী, যাদেরকে দেখে
অনেকে করেন ভূয়সী প্রশংসা, তাদেরও দেখেছি আমি।
ঘন কৃষ্ণ বঙ্কিম কেশ, হরিণী নয়না প্রশস্তবক্ষা
সুনিপুণ ললাট, পাকা আপেলের রঙ যার কপোলে
বিদ্যুৎচ্ছটা দেহের প্রতি রন্ধ্রে যার খেলে যায় তরঙ্গ
এদেরকে দেখে কখনও হইনিকো বিস্মিত।

একটি প্রদর্শনী আমাকে করেছে বিস্মিত আবেগপ্রবণ,
দেখেছি সেখানে একটি চিত্র। আমি একা তার বিচারক
সে মেলায় শুধু একটি ছবি পেল পুরস্কার;
চিত্রস্বত্ব কিনিবারে করি পণ, কি জানি কি শেষে
ফিরি রিক্ত হস্তে তাই পারিনি বলিতে তার স্বত্ব কিনিবার।

অর্থের মানে তা বিকানোর নয়
হৃদয়ের দামে হয়ত বা
পারিনি সাজাতে সে মন ব্যাসাতি
পারিনি ভুলতে আজও সেই একক চিত্র প্রদর্শণী।

মুক্ত পৃথিবীর শিশু

(অবহেলিত লাখো সোনামণিকে)

মুক্ত পৃথিবীর আলো বায়ু জল সবই আমাদের তরে
প্রকৃতির দান শস্য-শ্যামল রয়েছে থরে থরে।
শিশুকে আমার মাতিয়ে রাখি কতনা আদর করে,
কত যে শিশু বিনিদ্র কাঁদে নোংড়া বস্তিতে পড়ে।

আদর সোহাগ মেলেনি জীবনে রোগের পথ্যতো ছার,
কঁচি সোনামুখ পোড়ে রোদ জলে শিশু শ্রম দিতে তার।
শীতের পোষাক জোটেনিকো দেহে পেট জ্বলে তার ভূখে
লড়ছে নিতুই বাঁচার সে লড়াই বিশাল ধরার বুকে।

ঘুম পাড়ানীর মাসিপিসি কভু আসেনা এই আঙ্গিনায়,
চাঁদ মামা এসে কাটে না টিপ কোন সুরের মূর্ছনায়।
পেঁচক চারিণী আর বীণাপানি বস্তি দেখেনি কভু
জঠর জ্বালা, জ্বরাসরা নিয়ে লড়ে যায় ওরা তবু।

ওদের হাতে তুলে দিয়ে পুঁথি জুড়ায়ে জঠর জ্বালা,
কিছুটা হলেও ঋণ শুধিবার এসেছে যে আজ পালা।
সেন্হ বঞ্চিত লাখো শিশুদের দিতে হবে করে ঠাই
শিশুদের তরে ভেদাভেদ ভুলে এসো সত্যের গান গাই।

হুমায়ুন কবীর এর কবিতা

জন্মঃ ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালে। চাঁদপুর জেলার মতলবের নারায়নপুর গ্রামে। পিতামাতাঃ আবদুল মজিদ প্রধান ও আখেরের নেছা। শৈশবেই লেখালেখির প্রতি ঝোঁক। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে অনেকটা পিছিয়ে যান সাহিত্যের সজীবতা থেকে। তবে বুকের গহীনে সাহিত্য শরবিদ্ধ পাখির মতো যন্ত্রণায় ছটপট করতো। সময় সুয়োগ পেলেই পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রবাসে বিশেষ করে *মরুপলাশ* এর সংস্পর্শে এসে অনেকটা কলম চলতে শুরু করে। *মরুপলাশ,* সম্পাদক কিছু লেখার জন্য বারবারই তাগিদ দিতেন। আর সে তাগিদ থেকে নিজের মধ্যেও একটি স্পৃহা কাজ করতে শুরু করে। জড়িয়ে পড়েন এখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। প্রতিষ্ঠা করেন রিয়াদে প্রবাসী চাঁদপুর জেলা সংসদ।
রিয়াদের বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে নতুন প্রতিষ্ঠিত এবং নিরেট একটি সাহিত্যপত্র, মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী চাঁদপুর জেলাবাসীদের মুখপত্র *রূপসী চাঁদপুর* এর সঙ্গে জড়িয়ে নেন নিজেকে।

প্রথম প্রেমের ছোঁয়া

চৈতী প্রেমের জোছনা তুমি
তারাভরা আকাশ,
শাওন রাতের বৃষ্টি তুমি
ফাগুন দিনের বাতাস।

পুকুর জলের শাপলা তুমি
দুলছ পুকুর জলে,
গোলাপফোটা পাঁপড়ি তুমি
সুবাস ছড়াও বনে।

আধাঁর জ্বলা দীপটি তুমি
শিশির ভেজা ভোর,
কিশোর বেলার রঙিন ঘুড়ি
স্বপ্ন মায়া-ডোর।
পাহাড় বুকে ঝর্ণা তুমি
মুক্ত মাঠের হাওয়া,
কিশোরী বুকে কাঁপণ তুমি
প্রথম প্রেমের ছোঁয়া।

জন্মভূমি

হে আমার জন্মভূমি
তোমাকে ভুলিনি আমি
এই বিভূঁই প্রবাসে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ
তোমাকে স্মরণের আয়নায় দেখি
তুমি আছো আমার বুকের গভীরে লুকায়িত।
পিতামাতাহীন সন্তান যেমন এতিম
তেমনি আমি নিজকে বার বার আবিস্কার করি
এই প্রবাসের যন্ত্রনাদগ্ধ নিঃসঙ্গ সময়ে
মা মাটি ও মানুষের সঙ্গ হতে আমি বঞ্চিত
বহুকাল ধরে। তাইতো আমি প্রতিনিয়ত ব্যাকুল
তোমার সান্নিধ্য পাওয়ার প্রত্যাশায়।

অবহেলিত

ঠিকানাবিহীন একটি চিঠি
পড়ে আছে রাস্তার পাশে
জমে আছে তার উপর আবর্জনার স্তুপ
জলে ভিজে রোদে পুড়ে
বিবর্ণ হয়ে গেছে তার গায়ের রং
পড়ে আছে বহুদিন
অযত্ন আর অবহেলায়
করুণ চোখে তাকিয়ে আছে
কেউ যদি পৌছে দিতো
কোন ঠিকানায়।
কিন্তু কোথায় সে ঠিকানা
নিজেও সে জানে না
ভুলে গেছে তার জন্ম পরিচয়
পথিকেরা পায়ে পায়ে পিষে যায়
ইতর প্রাণীগুলোও তাকে মাড়িয়ে যায়
হাত দিয়ে তাড়াবার শক্তি নেই
নেই তার প্রতিবাদ করারও সাহস !!

হে বৈশাখ

হে বৈশাখ ভুলবো না তোমায়
তুমি যে আছো রবি ঠাকুরের গানে, কবিতায়
তুমি বাকরুদ্ধ বাঙালির বিজয়ের সংস্কৃতি
তুমি রক্তঝরা সিউলি ফোটা প্রভাতের
মিষ্টি রোদের ঝলকানি।

তুমি সাড়ে তের কোটি বাঙালির প্রাণের উল্লাস
তুমি বাঙালির বিরচিত অমর কবিতা
তুমি কবি নজরুলের কালবোশেখীর ঝড়
তুমি আস বার বার বর্ষ পরিক্রমায়
এ দেশের সবুজ-শ্যামল মাটি ও মানুষের কাছে
আপন সংস্কৃতি স্মরণ করিয়ে দিতে।
তাইতো আমার হৃদয়ের মনিকোঠায়
তোমার স্মৃতির মিনার বাঁচিয়ে রাখবো আমরণ
হে পহেলা বৈশাখ।

বাতেন রহমান এর কবিতা

জন্ম ঃ ১৯৬৬ সালের ৫ই মে নাটোরের বড়াই গ্রাম থানার দিঘইর (বন্নাপাড়া) গ্রামে। পেশায় মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিজীবি। পিতা-মাতার নাম জনাব আবদুর রহমান ও বিবি খিরমন। প্রথম লেখা (কবিতা) প্রকাশিত হয় টাঙ্গাইল বার্তায় ১৯৮৯ সালে। এরপর মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী বাঙালিদের নিয়মিত সাহিত্যপত্র মরুপলাশ এ লেখালেখি চর্চা ও প্রকাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা দুই। উপন্যাস ঃ *বাসর চিঠি* ও *মুক্তিযোদ্ধা এক মা* । প্রকাশিতব্য- প্রিয়াঙ্কা বধু, হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া একঝাঁক প্রণয় কথা, ভালোবাসার নীলঝাঁপি (কাব্যগ্রন্থ) মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড চিত্র, ভালোবাসা এবং ভালোবাসা (উপন্যাস) আপার চিঠি (গল্পগ্রন্থ)।
প্রিয় কবি শামসুর রাহমান, আল মুজাহিদী, জীবনানন্দ দাশ।

ভালোবাসার গোলাম

আর একটু বসো-
বসো তুমি আমার মুখোমুখি
তোমার কেশারণ্য উদার আকাশে ছড়িয়ে,
দেখি তোমায় প্রত্যাশার সব জানালা খুলে।

আর কখনও পাবো না তোমায়
এমনি একলা এমন প্রেমভেজা সাঁঝে
তুমি বাঁধছ ঘর ভালোবাসার অন্য নগরে।

তৃষ্ণা জমেছে আমর বুকে শতাব্দি কাঁপানো
দেখ তুমি তোমার সচেতন হাতের স্পর্শে
আমার হৃদয় সাগরে জন্মেছে কত হাজার সাহারা-
সেই সাহারার ধূলিঝড় কেমন উড়িয়ে নিচ্ছে
আমার এতকালের স্বপন্ চোখের প্রেমপরাগ অনাদরে।

তুমি এখনই উঠবে?
লোক নিন্দার আজও এতো ভয়?

আজকের এই অনঙ্গ রাতটি পৌঁছুক না হয়
যৌবনের সমুদ্রে-
যা স্মৃতি হয়ে থাকবে জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস অব্দি।

দাও,
দাওনা বাবা, তোমার ঐ গোলাপ রাঙা হাত দুটি,
ওষ্ঠদ্বয়ের রেখা আর একবিন্দু অশ্রু
ছুঁয়ে দেখি কত বছরের প্রেম করেছ জমা-
নান্দনিক, শাণিত তোমার, হৃদস্পন্দনে কেন জড়তা?

মানুষ কখনও অবাঞ্চিত হয় না....
মানুষ বিধাতার প্রিয় সৃষ্টি...
সমাজ, মানুষের গড়া আইন-বিধান
উন্মুক্ত ভালবাসায় বিধিয়েছে ভেদাভেদ
অবিশ্বাস এবং ঘৃণার সুতীক্ষ্ণ তরবারি

তুমি দুঃসাহসিক প্রেমিকা হও..
ব্রত কর প্রেম সকল আবদ্ধ তালার চাবি।
তুমি উঠছ?
যাচ্ছ তুমি সত্যিই?
চিরকাল শুনেছি ভালবাসা সৃষ্টিশীল.....
ভালবাসা কারিগর...
ভালবাসার গোলাম সকল সৃষ্টি।

নিভৃত অভিমান

যুদ্ধ ছিলো তোমার নগন্তার বিরুদ্ধে....
ভয় করতে তুমি অশ্লীল মন্তব্য এবং পরচর্চা
মধ্যরাতে কেঁপে উঠতে তুমি অন্তহীন প্রকম্পনে
অথচ গল্প, নাটক,উপন্যাস, কবিতার স্বচ্ছল শব্দে তুমি
উড়তে আকাশের অসীম

রহস্যে
তুমি পছন্দ করতে বিমূর্ত কবিতার অলংকার
বাচালতাও কখনো কখনো -
তুমি খাঁটি মাটির ঔরসে জন্মানো একজন বিনয়ী বাঙালি
ধার করা কোন কবিতার শব্দমালা নও তুমি
তুমি নিটোল এক সত্যকাব্য - মহাকাব্য
তোমার উপমা তুমি স্বর্গতিথি
বিপুল স্বাধীনতার শরৎসিন্ধ্ব কাশবন ; শাদা সূর্যভাস :
আমি খোলস শতাব্দির জ্বলে উঠা স্বর্গে
অন্তর্গত সেন্হমমতার সূর্যসন্তান ঃ আমি একটি মাত্র উচ্চারণ
বিরল ধানের সুগন্ধি চাল
তাদের মৌ মৌ সুখসন্তাত স্বপন্ বিলাস-
ভিন্ন বর্ণনা
দেয়াল পত্রিকা
‘মরুপলাশ’
বিপন্ন নগরবাসি
রায়ের বাজার বধ্যভূমি
ঈশ্বরদীর লকুসেট, হাফবাংলা ধর্মভাই
ফলবতী বৃক্ষের চেনা গাঁও দিঘইড় বন্নাপাড়ার দিনরজনী
বিকল্প দিনের নিভৃত অভিমানলব্ধ প্রকৃতির মুক্তবাজার সমাজ

সংকল্প বন্দনা সিক্তসময়
অথবা চুম্বনের খোলা বিড়াল
শস্যতোলার নির্ভূল কবিতা
সততায় চিরকাল বিমূর্ত থাকবে
একটি 'মরুপলাশ'....
তুমি স্বপনীল অভিজ্ঞ মানবাত্মার একুশ
জন্মের বলয়ে একজন 'চক্রবাক' - স্বর্গ প্রতয়ী কস্তরী- সিদ্ধ প্রেম
তুমি ভালোবাসায় বিদ্ধ শ্রেয়তর একজন জননী
মৃত্যুর মতন চিরন্তনী
তুমি অবিরল বহমান সত্যের 'নিভৃত অভিমান' ।

সন্ত্রাস

আজকাল প্রতিবেলা, এইদেশে, মানুষ
হাতের মুঠোয় মৃত্যু নিয়ে হাটে-
যখন ঘর হতে বেরোয় কোনকাজে
একাকী অথবা প্রিয়জন সাথে
দূরে কোথাও বেড়াতে- রেস্তোঁরায়
কলেজ
অফিস-আদালত
মিছিল - মিটিং - হরতাল
এবং বাস - লঞ্চ - সর্বত্রই মৃত্যু থাকে ওঁৎ পেতে!

ভালোবাসায় কমল এবং জটিল মৃত্যু থাকে প্রখর
ভালোবাসা এবং ভালোবাসায় দিনযাপন এক নয়
ভালোবাসা স্বপন্ময় উদার নীলাকাশ :
যাপন এক প্রকার দায়ভার
যেখানে সুখ বিপন্ন নৈশপ্রহরী
জলমগন্ অগনন আবাসের দোদুল্যমান স্বপন্কেল্লা।

শাদা মোড়কে ভালোসার ঘুপুরী অখণ্ড স্মৃতির যাজক
নিরালা দুপুর ঝাল-টক্-মিঠা আজন্ম নিরণন্
সূর্যের মোহে রাতের নিমকান্না তুলে আনে 'কাঁচাগোল্লা'

আলোক প্রভাত,
চন্দ্রের রূপোলী জোছনা পৃথিবীর নির্মল কাগজে রেখে যায়
চঞ্চল মানুষের কিছু সরব পদচিহ্ন ...অস্থায়ী,
কিন্তু মানবের পদছাপ চন্দ্রে চিরকালীন উল্লসিত।
প্রতিটি ভালোবাসর মুখে জল এবং মাটির কথা,
রোদ বৃষ্টির কথা, কোমল ঘ্রানে কবিতার পটভূমি...
ভালোবাসার কথায় সবাই রয় বুদ্
আবার বেগবান প্রমত্ত...
কেউ কেউ চোখ বুজে আবেশে, স্বপন্ দেখে, আকাশে উড়ে:
কিন্তু এত কিছুর স্বপন্ময় মোহন সুখে ও মৃত্যু থাকে বুকের তলে।

একুশ এবং আমি

(ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত শ্রদ্ধাভাজনেষু)

একুশ এলেই আমার বুকটা টান টান হয়
রক্ত আর কান্নার মেলা পূর্ণ হয়
শিরা উপশিরা চোখের ভাষা এবং
গতরের পত্রহীন শাখা প্রশাখাতে-
নতুন কুঁড়ি লাফিয়ে উঠে
শীতের শীর্ণতায় মুখ বুজে থাকা শামুক-
বর্ষার জলবৃষ্টি পেলে যেমন শিং চোখ এবং
বন্ধ দুয়ার মেলে বুকে নেয়
জলের ডাগর উষ্ণতা - তেমনি
একুশ এলে আমার গতরের বন্ধ সকল
দ্বার, জীর্ণতা টগবগিয়ে উঠে-

সারাটা বছর লেপের নিচে গুজেঁ রাখা আমার
মুখ উঁকিঝুঁকি তোলে মিথ্যা ভাষণ, মিছিল
বক্তৃতার মঞ্চে। বিষভরা আমার শরীর
এক ঝিলিক হাসি জনতার উদ্দেশে ছুড়ে
শহীদদের একতোড়া ফুল দিই
সিক্ত নয়ন মুছতে মুছতে
নগ্ন পায়ে কুয়াশার শিশির মাড়িয়ে
কাঁদি পেঁয়াজো কান্না! আর গলা সাধি
একুশের গানে-
একুশের দিনে ঘুরি শহরময়
শহীদ মিনার, প্রেস ক্লাব, বিদ্যাপীঠ.....
একুশ বিদায়ঃ
লেপ আবার আমাকে টানে
নিদ্রা যাই, দিবা নিদ্রা
শীতার্ত শামুকের মতো
দেহলতা গুটাই খোলের ভেতর।
আর মাঝে মধ্যে ঃ
আরমোড়া ভাঙ্গি.....

মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের এর কবিতা

লেখক মূলত কথাশিল্পী ও রম্যরচয়িতা। যাতে ঈর্শণীয় জনপ্রিয়তাও পেয়েছেন। *কাশ ফুল* নামক একখানি গল্পগ্রন্থ মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা হতে প্রকাশ করেছে। গ্রন্থখানি বর্তমানে ইন্টারনেট সংস্করণে রয়েছে। তবে তিনি যে কবিতাও লেখেন এই তার প্রথম প্রকাশ নয়। *মরুপলাশ* এ ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি সংখ্যাতে এবং ওনার নিজের সম্পাদিত *অন্যধারা* সাহিত্যপত্রেও কবিতা লিখেছেন। দেশের জনপ্রিয় দৈনিক জনকণ্ঠে ও তিনি নিবন্ধ লিখেন প্রায়শঃ। ১৯৪৭ সালে গাজীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে লেখকের জন্ম। তিনি শিক্ষা জীবনে পাকিস্তানের টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত পদার্থ বিদ্যায় মাস্টার্স করেন। কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য জগৎ-এর প্রতি গভীর অনুরাগী। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সাহিত্যের বাঁকে বাঁকে ঘুরে বেড়িয়েছেন খোলা দৃষ্টি নিয়ে। তার কবিতার ভাষা কাকচক্ষু দীঘির জলের মতোই স্বচ্ছ। রিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের তিনি উপদেষ্টা মণ্ডলীর একজন। এই বিভূঁই প্রবাসে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র *অন্যধারা* নামে।

প্রবাসেও

বাঙালি ভাই
কোন আশা নাই,
যেখানেই যাও তুমি
কপালেতে ছাই!

দেশে থেকে মাটি খাও
বিদেশেতে ঘোল,
যেখানেই যাও তুমি
কর গণ্ডগোল।

লীগ কর দল কর
আরও কত কী,
কবিতাও লেখে কেউ
ছন্দের ঘি।

পেট হয় মোটা আর
কপালেতে টাক,
রাতে চোখে ঘুম নেই
থাকে চিৎপাত।

বিবি-বাচ্চার খোঁজ নেই
পলিটিক্স আছে,
বিদেশেতে টাকা নেই
দলাদলি আছে।

দুনিয়ার বহুজাত
আছে হেথা ভাই,
ইংরেজ, মার্কিন,
ফিলিপিনো, থাই।

পাকি আছে, লংকান,
আছে হিন্দি,
কেরালা তামিল আছে
আরও কত কী।

কেউ হেথা নাহি করে
কোন উৎপাত,
সবাই টাকার পিছে
ঘুরে দিনরাত।

পলিটিক্স দলাদলি
করি শুধু মোরা,
বাঙালি জাত তাই
বিশ্বের সেরা ।।
৫/৯/২০০০

আজকের খোকাদের সাধ

মাগো তুমি খামোখাই ভাবছ বসে মিছে
তোমার খোকা ছোট্ট নয় আর থাকবে না আর পিছে।
কলেজেতে যাই না রোজ হয়েছে তাতে কী
পাশ করাটাই আসল কথা থাকলো কী আর বাকী?

এখন কি আর আগের মতো জ্ঞানের কদর আছে
জ্ঞান-পাপীরাই মারছে দাও খাতির সবার কাছে।
রবিঠাকুর আর নজরুলদের যুগ হয়েছে বাসি,
নাটা-বাইটা-রগকাটারাই এখন খোদার খাসি।

কাগজ কলম নাই মা কোথাও ছুরি কিরিচ বোমা
রাইফেল আর পিস্তলেরেই দিচ্ছে সবাই চুমা।
পুলিশ দেখে ভয় কেন মা পুলিশ আমার ভাই
যতক্ষণ সে ধরবে ছাতা কোন চিন্তা নাই।

কেরানী হয়ে কী লাভ হবে মন্ত্রী হবো আমি
এক লাফেতে মন্ত্রীর মা হয়ে যাবে তুমি।
আগের দিনের রাজনীতিকরা ছিলেন বোকা, পাঠা
জেলখানাতেই জীবন তাদের বড়ই সাদামাটা।

এখন কত সুবিধা মা রাজনীতিটাও পেশা
টাকা আসে গড়গড়িয়ে ঘুচায় সকল নেশা।
গুলশানেতে মামদো বাড়ি বনানীতেও আছে
মার্সিডিজ আর পাজেরো জীপ লাফায় আগে পিছে।

ক্যাডাররা সব বসে থাকে অস্ত্র করে তাক্
তাই দেখে মা পাবলিকেরা মানে হতবাক।
তোমার ছেলে বানিজ্যেতে বিদেশ নাহি যাবে
এমন তোফা বানিজ্য সে কোথায় গেলে পাবে?
০৫/৯/২০০০

ঠিকানা

মরি হায় রে হায় দুঃখে পরাণ যায়
ভবের হাটে বেচাকেনা হলো বিষম-দায়।
জনম লভি মায়ের কোলে
চোখ মেলিলাম কুতুহলে
চাঁদ-সুরুজ আর তারার মেলায় ভূবন আছে ঢাকা
মেঘ-বাদল আর তারার মেলায় জীবন থোকা থোকা।

কোথা হতে এলেম আমি কোথা আমার ঘর
সেই খোঁজেতে মন উচাটন হলো জীবনভর।
হস্তপদ মুন্ডুমাথা
কোথায় থাকি বিষম ধাধা
বুক-পিঠ সব তল্পেপ ফিরি নাই কোন ঠিকানা
চোখ থাকিতে হলেম আমি এমন দিনকানা!

দৃষ্টি যখন ফেরাই আমি সবার উঁচু চুড়ে
লক্ষ-কোটি স্মৃতিকোষ যেথায় বিরাজ করে
সুখ-দুঃখ আর কান্নাহাসি
ঘেন্না করি ভালবাসি
যোগবিয়োগ আর পূরণ-ভাগের খেলা যথায় চলে
সেথায় কিগো বসত আমার সবুজ ঘরের তলে।

না না আমি নেইক সেথা, নাই সেথা মোর প্রাণ
দেয়াল ঘেরা কুঠুরি সে অতি জটিল স্থান।
থাকি যদি কোমা য় পড়ে
স্মৃতি আমার গেছে মরে
তখনও তো আছি বেঁচে, হয়নি সারা সব
চেতন আমার নিবে গেছে জীবন তুলে রব।

দৃষ্টি এবার ফিরাই যখন বুকের গহন কোনে
অষ্ট-পহর ধুকপুকানি বিরাম নাহি জানে

দুঃখ পেলে বাজে ব্যাথা
সুখে মধুর পেলবতা
সেথায় কিগো নিলয় আমার শোনিত রাঙা থান
দুরু দুরু মনটা এবার দ্বিধায় কম্পমান।

না না, সেও নয়তো আমি নয় সেথা মোর বুড়ি
বদল যাহা করতে পারে শল্যবিদের ছুরি!
প্লাষ্টিকেরই বসন পরে
দিব্যি বেড়াই ঘুরে ফিরে
কী করে হয় আমার আমি গাড়ির একটি কলে
বণিকে যার বেসাত করে টাকায় যাহা মিলে ।

এই ভাবেতে আকাশ-পাতাল খুঁজে মরি হায়
ঠিকানা মোর কোথায় আছে দেখা নাহি পাই।
হতাশ হয়ে যখন আমি
সবকিছু মোর লইব টানি
মন ডেকে কয়-তোর মত আর বোকা দেখিনি যে
চিন্ময়েরে খুঁজে বেড়াস মৃন্ময়ের মাঝে?

বিজলী বাতিতে বিশ্বাস আছে? আলো ও তাপেতে ভরা
কূয়াশা নাশয়, আঁধার সরায়, উজ্জল করে ধরা
মূলেতে তাহার বিন্দু শক্তি
সূক্ষ্ম ইলেকট্রণের ফুটকি
খোঁজ পাবি তার? স্থুলে নাহি মিলে জানিস কোথা সে আছে?
কোনখানে নাই আছে সবঠাই-আলো ও তাপের পিছে।

২৪/৬/২০০০

প্রেম চিরন্তণ

পল্টনের মোড় এখন গহীন অরণ্য
নিরেট শক্ত বৃক্ষগুলি মহীরুহ, উন্নতশির-
আকাশটাকে ছুঁয়ে দেবে তারা দুঃসহ স্পর্ধায়।
অরণ্যের অন্ধকারে শ্বাপদদের নির্ভয় বিচরণ
গর্জন, কামার্ত শীৎকার
পাতায় পাতায় চেয়ে আছে বৈদূর্য্যমনি
হিংস্র অজগরের শীতল চোখ হয়ে।
হঠাৎ একটি দোয়েল উড়ে এসে
শিস দ্যায় গাছের শিয়রে
কিবাশ্চর্য্যম-
ধলেশ্বরী নদী বয়ে যায়
তাল তমালের ছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
শ্যামলা রংয়ের মেয়েটি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বেলা অবেলায়
রাখাল বাজায় তার অলৌকিক বাঁশি-
অনন্ত গোধূলি লগেন সেই সুর বাজে অনুক্ষণ
অরণ্যানী ধ্বংস হোক বেঁচে থাক প্রেম চিরন্তন।

চিল শকুনের কবর হোক

(রমনা বটমূলে ১৪০৮ বাঙলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলার প্রতিবাদে)

বোশেখ মাস দ্বার খুলেছে প্রভাত পাখি ধরছে তান,
কাল বোশেখী বেজায় খুশি এবার হবে আগুন গান।
নতুন বছর আসছে ওগো পূব-আকাশে রক্ত লাল,
দখিন হাওয়া বললো- এখন ফুল-পাখিদের প্রণয়কাল।

প্রভাত হতেই বটের মূলে পায়রা উড়ে ঝাকে ঝাক,
হলুদ বরণ ভালোবাসায় আকাশ তাকে দিচ্ছে ডাক।
বাজ-শকুনে যুক্তি করে- এমন সুযোগ আসবে না
চলো মোরা ঝাপিয়ে পড়ি ভালোবাসা হাসবে না।

থাকবে কেবল আঁধার প্রিয়া আলো তুমি নিপাত যাও,
কালো মেঘের আঁড়ালটাতে সূর্য তোমার মুখ লুকাও।
ঝাপটে পড়ে আকাশ হতে রক্তলোভী হাজার বাজ,
কালো ধোঁয়ার অন্তরালে পায়রাগুলো সব লোপাট!।

পাতার দোলা ফুলের হাসি গানের লহর পাখির ডাক,
এক নিমিষেই নিভে গেল হিংসা কেবল বেঁচে থাক।
আসবে প্রচুর বুটজুতো আর নেতা-নেত্রীর কূট-কচাল,
মেলবে নাতো চোখটি আহা! বোনটি ঘুমাও চিরকাল।

বিচার ! সে তো সোনার হরিণ যায় না ধরা কিছুতেই,
চক্ষু এড়ায় পালিয়ে বেড়ায় হত্যাকারীর পিছুতেই।
এমন কেন হয় না আহা! সাগর কেন গর্জেনা,
আকাশ ভেঙ্গে বজ্র কেন তাদের মাথায় বর্ষে না।
লক্ষকোটি প্রাণের ঘৃণায় উথলে উঠুক সবার বুক,
ঘৃণার সাথে নিত্য সেথায় চিল-শকুনের কবর হোক।

কবি হাবিবুর রহমান এর কবিতা

১৯৫৪ সালের ১০ই জানুয়ারী ঢাকা জেলায় কবি হাবিবুর রহমান এর জন্ম। কবির কবিতায় ফুটে উঠে গভীর জীবনবোধ। তিনি প্রাত্যহিক জীবন ও প্রকৃতির ছবি এঁকে যান সুললিত ভাষায়। বিদগ্ধ শিল্পীর মত তার কবিতায় মূর্ত হয়ে উটে জীব ও জগৎ এর আলোকিত ছবি।

ভাষার মুন্সিয়ানাই সৃষ্টি করে তার কবিতার শৈল্পিক অবয়ব। প্রায় দুযুগের কাছাকাছি এ কবি সউদী আরবের জেদ্দা নগরীতে প্রবাসী। কবি রিয়াদ এবং জেদ্দার বাংলা সাহিত্যাঙ্গনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রিয়াদ হতে প্রকাশিত বর্ষীয়ান প্রকাশনা *মরুপলাশ* এ তিনি নিয়মিত লিখে আসছেন। আরো লিখছেন রিয়াদের *মোহনা* ও *রূপসী চাঁদপুর* সাহিত্যপত্রে। তিনি কবিতা এবং প্রবন্ধে সমান সিদ্ধ হস্ত।

তাই তিনি পেয়েছেন ঈর্শণীয় পাঠকপ্রিয়তা। তিনি জেদ্দা থেকে প্রকাশিত *বহুমাত্রিক* ছাড়াও দুতিনটি সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদনা করে ইতিমধ্যে বিদগ্ধজনের নজর কেড়েছেন। কবির একখানি কাব্যগ্রন্থ (*মধ্যরাতের সূর্য*) মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা হতে প্রকাশ করেছে গত অমর একুশে বইমেলা ২০০২ এ। সেই *মধ্য রাতের সূর্য* বর্তমানে ইন্টারনেট এডিশনেও রয়েছে।

আমার ঘুম হয় না

আমার দেহের তলে মনের জলে
ডানকানা মাছ কিলবিল করে
ঘুম হয় না ঘর হীন ঘরে শুন্যে ভাসি তেপান্তরে
সব ফুলে যে পুঁজো হয় না সে বুঝেছি চোখের জলে।

নির্ঝরের স্বপন্ ভংগে আমার ঘুম হয় না
পুরোণো সেই দিনের কথা আমায় ডাকে ভিজা চোখে
ফকির লালন হেঁটে যায় ছেউঁড়ির আলপথে
রবীন্দ্র তীর্থ সলিলে আমার পুণ্য সন্নান হয়নি সারা
আগুনের পরশমনি জ্বালাও যখন শিলাইদহের বোটে
আমি ঘুমাই পদ্মার আউলা বাতাসে।

তুমি রবীন্দ্রনাথ শাল প্রাংশু- ছায়া দাও আমাকে
আমার প্রেমে ও দ্রোহে
আমার সত্ত্বায় ও আত্মার লীলা নিকেতনে
বিরাজ সত্য ও সুন্দর রূপে
তুমি রবীন্দ্রনাথ
২৫ শে বৈশাখে প্রনমি তোমাকে ।।
জেদ্দা
০১-০৫- ২০০২

ভালবাসার নদী

তোমরা যারা লড়ছ দেশ হতে দেশে
কাশ্মির হতে ফিলিস্তিনে, গুজরাটে, ফিলিপিন্সে
তোমরা যারা লড়ছ বর্ণে বর্ণে গোত্রে গোত্রে
জাতিতে জাতিতে ধর্মে অধর্মে।

তোমাদের জন্য সুসমাচার নিয়ে এসেছি আমি।
না শান্তির ললিতবাণী তোমাদের শুনাতে চাই না।
মারনাস্ত্র চালানোর গোপন গতিপথও রুদ্ধ করতে চাই না
জাতিসংঘের শীতল রক্তধমনীতে আমি উষ্ণ প্রবাহও চাই না।

আমি তোমাদের জন্য একটি পবিত্র নদী নিয়ে এসেছি।
হ্যা- আমার হাতের মুঠোয় একটি ভালবাসার নদী আছে।
তোমাদের হারিয়ে যাওয়া বিবেককে খুঁজে নিয়ে এসো
এসো অবগাহন কর। তোমাদের হৃদপিণ্ডকে বাইরে
নিয়ে এসো। এনে ধৌত কর।

পবিত্র জলের স্পর্শে তোমাদের পাপী আত্মা মুক্ত হবে
তোমাদের অসুস্থ হৃদপিণ্ড সুস্থ হবে।
তোমাদের মস্তিস্কের কোষে কোষে ভালবাসা বাসা বাঁধবে
এসো অবগাহন করো। এসো ধৌত কর।

পবিত্র নদীতে তোমরা পূত-পবিত্র হও
ভালবাসার যোগ্য হও
এসো অনুরাগের সংলাপে পরস্পর সম্পৃক্ত হই
সিনাই থেকে গোলানের জয়তুন বনে
মানুষ ও বৃক্ষরাজি যুথবদ্ধ আলীঙ্গনে
আশ্রয় নিক শাতিল আরবের ছায়া শীতলে।

ঝিলম ও ডাল লেকের অথৈ জলে হরপ্পা ও
মহেন্‌জোদারোর গলিতে গলিতে
এসো আমরা কেলিমত্ত হই জীবনানন্দে।

২৮-৪-২০০২
জেদ্দা

শিরোনাম অন্যরকম

নগরে ফুটেছে ফুল-আগুনে কৃষ্ণচূড়া
কিছু মধুলোভী মৌ ভীড় করেছে দক্ষিণ গেটে।
দক্ষিণের দুয়ার আজ একেবারে খোলা
কিছু উত্তুরে হাওয়া ঢুকে পড়েছে এই ফাঁকে।
আমি আর তুমির দেয়ালটা অদৃশ্য হাতের তুড়িতে
মৌমাছি এঁটে রয়েছে আঠার মতো
ক্ষুধা ও গন্ধে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে ক্ষুব্দ ঝড়ের
বৃষ্টির আশায় জায়নামাজে নত
মালিকপক্ষ।
এদিকে মংলা পোর্টে আটটি ভালবাসার জাহাজ
আট্‌কা পড়েছে ভ্যাটের অভিযোগে।

এ ছিলো আজকের সংবাদ শিরোনাম।

এখন তুমি কি নারকেল ভাংগা পানির জন্য
গাছে চড়বে?
নাকি আসফাটা ভালবাসার জন্য
পুকুরঘাটে চণ্ডীদাস হবে?
দুধের সর খেতে হলে তোমাকে খামারবাড়ি যেতে হবে
অতএব বুঝে দেখো সুজন কি করবে
প্রেমিক হবে না বৈরাগী?!

অপেক্ষায় আছি

আবার একটা যুদ্ধ হবে
আবার দেশপ্রেম শেষ প্রেমের পরীক্ষা হবে।
আবার কামালের রাইফেল গর্জে উঠবে
আর একটা মুজিবনগরের ফুটন্ত বয়লার থেকে
ঘনশাদা ধোঁয়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে
লাল সবুজের পতাকা।

আবার একটা যুদ্ধ হবে
আবার হাসান হাফিজ বলবে-
''এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ট সময়''।
আবার ইলোকট্রার অর্গান বেঁজে উঠবে
আবার নীলক্ষেতের শতবর্ষী বৃক্ষরাজি
লাল পাতা ঝরাবে
কৃষ্ণচূড়া ফুলের ভেতর হেটে যাবে
ইস্পাত শিশু।

আমি যৌবনের অপেক্ষায় বসে আছি
আমি আর একটি একাত্তর দেখবো বলে বসে আছি।
পিতার রক্ত স্রোতে আমাদের
রক্ত-ঘাম অগ্নিবীর্যের ফসল মিলাবো বলে বসে আছি।

আবার বাংলার আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হবে
প্রজন্ম'৭১ এর রক্তবীজে জন্ম নেবে নতুন মুক্তিযোদ্ধা।
আবার মুক্তিবাণী শুনবো
রেসকোর্সের শিখা চিরন্তন থেকে।
আর একটি যুদ্ধ দেখবো বলে
আমার পাঁজরে ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি
আমি অপেক্ষায় আছি- অপেক্ষায় থাকবো
আর একটি মুক্তিযুদ্ধ দেখবো বলে
অমি যুগ যুগ বেঁচে থাকবো।
০৮-১২-২০০১
জেদ্দা

হাত বাড়ালেই বন্ধু পাই না বন্ধু

(ছড়াকার ও মরুপলাশ সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত এর ফ্যাক্স পেয়ে)

দুঃসময়ের প্রমত্তা নদী
ভেঙ্গে যাচ্ছে মূল্যবোধের পাড়
নিষিদ্ধ ফেরীঘাটে একাকী যাত্রী
হাতে নাই পাড়ানীর কড়ি
চারিদিকে হিংস্র হায়েনার বেড়ী
ধেয়ে আসছে অবিরত।বেগে তীব বেগে।
বৈরী বাতাসে দুষনের ধোঁয়া
পাতালে আর্সেনিক বিষ
শৃংখলিত শাহরিয়ার রক্তাক্ত স্বাধীনতা
দাঁড়াবার ঠাঁই কোথা, বলো বন্ধু!
সুজনের বড়ই অভাব
জনারণ্যে হিংস্রতা
'হাত বাড়ালেই বন্ধু পাই না বন্ধু'
এ বঙ্গদেশে।
ছোবল মারে বেঈমানী সাপ।
সবল বাহুর শক্ত মুঠিতে এসো ধরি হাত
মিলিত প্রয়াসে বাসযোগ্য করি
প্রিয় দেশকে - এ পৃথিবীকে।
০৩-১২-২০০১ জেদ্দা

বদরুল আলম রতন এর কবিতা

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী বদরুল আলম রতন। সাংস্কৃতিক নগরী ময়মনসিংহে ১৯৬৯ সালে জন্ম। এ লেখকের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রহ্মপুত্রের আর্শিবাদপুষ্ট প্রকৃতি নদের কূলে কূলে। চারুকলায় মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জনকারী এ কবি দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে *মরুপলাশ* সাহিত্যপত্রে নিয়মিত কবিতাচর্চা করে যাচ্ছেন। যৌথ কাব্যগ্রন্থ *দেয়াল বিহীন কারাগার এর প্রেম* ইন্টারনেট এডিশনের জন্যে তিনি পাতায় পাতায় অলংকরণ করেছেন। এতে বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে কবির কব্যিক চেতনাবোধ ও শৈল্পিক মেধা-মনণ দু-ই পরিস্কারভাবে ধরা পড়বে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

তবুও কবি ও অঙ্কনশিল্পী এ লেখকের একটি প্রশন্বোধক চিহ্ন আমরা তুলে ধরছি সুপ্রিয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে-
ছবি বা চিত্রকলা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ???
আমরা যারা নিমন্/ উচ্চ মধ্যবিত্ত, তারা একটি সাধারণ ধারণা পোষন করে থাকি যে, চিত্রকলা স্রেফ সৌখিনতা ছাড়া অন্য কিছু- এলিট শ্রেণীর পণ্যের বিজ্ঞাপনী বিলাসী মিডিয়া।

সত্য বলতে কি চিত্রকলা হলো সভ্যতার ধারক মাধ্যম। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার উন্মেষী জীবনধারার উন্নত আচার আচরণের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই গুহাচিত্রের দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোতে। হিংস্র পশুর মরণ থাবা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হলো অস্ত্রের ব্যবহার, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো গুহাচিত্রের শিকারের দৃশ্যগুলোতে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর থাবা থেকে মানুষের বাঁচার প্রচন্ড জীবন সংগ্রামের সাহসী তাগিদ থেকেই চিত্রকলার সৃষ্টি।

একান্ত অনুরোধ

অনিতা প্লিজ-
এই মধ্যরাতের প্রহসন সময়ে-
টেবিল ল্যাম্প নিভিয়োনা আজ
হৃদয়ের প্রেমে আনন্দ নেই
আছে অবিশ্বাসের দ্রোহ।

বাতাসের ঠোঁটে অশ্লীল গীতের
উৎসব বসায় ষড় ঋতুর সুকণ্ঠী পাখি।

হরহামেশায়, আয়েশী কুমারী সকাল
প্রসব করে খরতাপের অগিন্ বিলাপ শিশু।
তেজী দুপুর পুড়ে ছারকার
সুবর্ণ বিকেল তামাকের ধোঁয়ায়
মুছে দেয়, স্বপন্দৃষ্টির আলোক দিগন্ত রেখা
সুন্দরী সন্ধ্যের কালচে লাল আঁচলে
সমকাল স্বপেন্রা ধীরালয়ে বেয়ে উঠে হয়
নবজাতক শোয়াপোকা।

অস্থির রাতের চতুর গভীরতায়
স্বপেন্রা মেতে উঠে
অতৃপ্ত কামলীলায়
হৃদয়ের এই উৎসব মঞ্চেই হারিয়েছি
সদ্য ফোটা গোলাপের কলি
নতুন কোন অজানা এক বিমূর্ত কবিতা।

পূর্ণিমার সমাবেশ

ঠিক এই সময়ে-
আধাঁর-প্রহর ফেঁড়ে পূর্ণিমা উঠবে বলে
তাবৎ শহর হলো লোড শেডিং!
ঘরমুখী যুবক আজ একটু দেরি করেই
ফিরছে বাড়ি।
নাগরিক পূর্ণিমার সমাবেশে
নষ্ট মাতাল যুবক, হিমুরা হবে আজ,
আধুনিক অ্যারিস্টটল, প্লেটো কিংবা সক্রেটিস!

ভয়, দ্বিধা, সংশয়, অহেতুক আত্মগ্লানি-
হবে এখন, সাহসের পেয়ালায়
তরল হ্যামলক।

ব্রম্মপুত্র নদের বুকে, শুয়ে আছে- চিৎ হয়ে
চীনা-বাংলা মৈত্রী সেতু;
যেন আধামৃত ঘাস ফড়িং!
জলের ডানায় আলোক কম্পন ধরায়
রূপবতী জোছনার রূপালী আঙুল!
ঘাস ফড়িংয়ের পারিজাত-স্বপেন্র আকাশে
উড়ায় বেঁচে থাকার অসীম তাগিদ।

প্রবজ্যা
প্রৌঢ়া সময়, কিশোরী বাতাস নিয়ে
দিগন্তে ছুটে খুঁজে-
মেঘেদের যুবা খদ্দের কামুক ঠোঁট।
জোছনায় ওড়ে এখন:
ছেঁড়া স্বপেন্র কালোঘুড়ি!
ভাঙ্গা নৈতিকতার, দারিদ্রতা নিয়ে-
মৌন আলোর মশাল মিছিলে সামিল হয়
ভবঘুরে পথকলি জোনাকীরা!
গাঢ় অন্ধকার সম্পর্কের উঁচু দেয়াল ডিঙ্গিয়ে,
আলোক দূরত্বের গতি নিয়ে-

স্বদেশ প্রিয়তমার, দুচোখের অমৃত প্রেমের সত্যভুমে
নিজেকে খুঁজে বেড়ায়- যৌবনের দূরন্ত
তেজী লাগামহীন ইচ্ছেদের কালো ঘোড়া!
যুক্তিহীন প্রাকৃতিক আবেগের চোখে-
ভাবুক দোয়েল পূর্ণিমায় পোষে
বিমুর্ত উদোম নিশি।
তাই বিশ্বস্ত ও নিখুঁত ফুলের সৌন্দর্য
অনুকরণের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে পায় বিভৎস প্রাতরণা!
নগন্য নিশি, যা নাকি তার কাছে
প্রজাপতির ডানায় আঁকা, অনাগত স্বপেন্র
ধোঁয়াটে স্মৃতির আলপনা।

প্রাণেশ্বরী

চারুবাসভূম ছেড়ে যখন আসি চলে
মায়ামমতার শেষ শিখড় তৃণমূল
ভালবাসা তুমি, দাঁড়িয়ে রইলে ঠায়,
নিশ্চুপ অপারগতা নিয়ে।
স্বলাজ অভিমান নিয়ে নিঃশব্দে
তোমার মুখ পানে তাকাতে পারিনি আমি।
তোমার মুখশ্রী ছিল কি বৃক্ষের বেদনার
নীল পাতা, নাকি স্বস্তির নিঃশ্বাসে
উড়েছিলো খুশির উচ্ছল প্রজাপতি।
এখন,
আমার এক হাতে কবিতার পাণ্ডুলিপি
আর এক হাতে মৃত্যুর ছাড়পত্র
মাঝা-মাঝি কিছুই নেই, যেন অথৈই
কালো কৃষ্ণ বিবর
হৃদয়ের
অনন্ত সময়ের আপেক্ষিকতার ময়ুর
সিংহাসনে রাজর্ষী ভালোবাসার
শাদাগোলাপ নিয়ে বসে আছো তুমি-

আমি প্রেমপ্রার্থী, প্রেম দেবতা প্রমিথিউস-
অপরাধ আমার- নিঃশ্বাসের প্রতি টানে
চাই প্রেম-বিশুদ্ধ কবিতার বিশ্বাস।
আকাশে চিল আর শকুনের
দখলের মহড়া চলে প্রতি প্রহর
ভীত যুগল প্রেমিক, টিয়ে মাছ প্রজাপতি
চঞ্চল চড়ুই, শালিক, গাছের সবুজ
পাতার আড়ালে লুকায়ে বদলায় আকাশ।
আকাশ থেকে আকাশে উড়ে উড়ে
ক্লান্ত তাদের দেহমন।
আজকাল তাদের হয় না মধুর প্রার্থনার সঙ্গম।

নীলার চিঠি

আকাশের ঠিকানায় এই মাত্র
বেনামী চিঠি পেলাম।
চিঠিতে কোথাও পাইনি
ক্যামন আছে আমার নীলা আমার স্বদেশ
বাতাসে কেবলই শব্দ দূষণের হই-হুল্লোড়
বৃষ্টির এসিডে পুড়ে কবিতার পাণ্ডুলিপি
পড়ে আছে এস্ট্রেতে সবুজের ছাই!
বিড়ম্বিত প্রহরে তাই আমিও পুড়ি
রাঙ্গা-ঠোঁটে-ধবল ট্রিপল ফাইভ, বেনসন
গোল্ডলিফ স্পেশাল ফিল্টার
বন্ধ্যা মূহুর্তের
শাসনের নাগপাশ
মানি না এখন
খুব জরুরী জানাটা আমার
ক্যামন আছে আমার নীলা
আমার স্বদেশ
লাল সবুজের
অক্ষপটে।

নিষ্কৃতি চাই

কবিতা নিয়ে খদ্দের খুজেঁ কালোবাজারী কবি
তরুণ প্রতিভাশীল কবির মেধা স্বপন্ যেন
মধ্যপ্রাচ্যের উট দৌড়ের খোরাক অসহায় বাঙালি শিশু।
স্বজাতীর স্বপন্রাজ্য, বন্ধক দিয়েছে কতিপয়
ক্ষমতা লিপ্সু উপযাজকের কাছে ঃ জনগনের
স্বপেন্র ভার নিয়ে; নগরীর সুরম্য অট্টালিকায় ঝুলায়
বিকেলের সোনা রোদের কৃত্রিম আলোক সজ্জা
অখন্ড-স্বপেন্র বাঙালির বাসভূমি
শাসক ভেবেছে, পতিত খাসজমি
খন্ড খন্ড করে করেছে আত্মকেন্দ্রিক প্রত্যাশার জুমচাষ,
কিছুতেই রাজী নয়
বিভোর দুচোখে দেখতে
আধুনিক সভ্যতার, শান্তির স্বপন্ ফসলের অভিলাষ।।

প্রেম নেই আছে দ্রোহ

বিলুপ্ত নৈতিকতার বধ্যভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে
বাঙালির স্বপন্ শিশু হাঁটে
বুড়ো পিতার অপারগতার ভয় আর
হীনমন্যতা নিয়ে।
প্রজন্ম ব্যবধানে হাটে যুগল প্রৌঢ়া তেলাপোকা
আর সময়ের লেজ ছেঁড়া নির্লজ্জ কামুক টিক্টিকি।
মুমূর্ষ তিরিশ, ডিঙ্গায় যুবক,
কালো গোলাপের ভৌতিক টানে।
এখন শোক দিবস মানেই, হাভাতে বাঙালির কাঙাল ভোজ
আজ বিকেলে মেছো বাজারের গনপিটুনিতে
মারা গেচে সুশাসনের মুল্যবোধ-
সুস্মিতার সবুজ ওড়নায় এখনও
লেপ্টে আছে কলঙ্ক দাগ।

রনজিৎ রায় এর কবিতা

জন্মঃ ১৯৪৬ সালের ৩১ মার্চ পিরোজপুর জেলার দীঘিরজান গ্রামে এক কুলীন হিন্দু পরিবারে। পিতার নাম কালীনাথ রায়। পেশায় শিক্ষকতা। লেখকের প্রধান সখ কবিতার পাশাপাশি ছবি আঁকা। হাই স্কুল জীবন থেকেই তাঁর লেখা স্থানীয় বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হতে থাকে। তার লেখা কয়েকটি নাটক ইতিমধ্যে কয়েকবারই মঞ্চস্থ হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় দুহাত ভরে লিখছেন। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাঙালি সাহিত্য প্রেমিকদের নিয়মিত সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ* এ নিয়মিত লিখে আসছেন।

সুযোগ পেলে তিনি তার অঙ্কনের উৎকর্ষতা দেখাতে পারতেন। তিনি *মরুপলাশ* কে জানান অতীব ক্ষোভের সঙ্গে তার সেই যন্ত্রণার কথাগুলো। লেখক আরও জানান, তার জীবনের অধিকাংশ লেখাই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। যা প্রকাশিত হলে আমাদের দেশ-জাতি খুবই উপকৃত হতো। এ কবির একটি দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে কবির লেখার ও বলার ভঙ্গিটি তুলে ধরা হলো...

-সম্পাদক, মরুপলাশ।

বিদ্রোহিনী আমি নারী

বিদ্রোহিনী আমি নারী আমি বীরাঙ্গনা
আমি পাগলিনী, ছিন্ন করি প্রতারণা
পুরুষের চক্রজাল; জেগেছে এবার
শাশ্বত নারীর সত্ত্বা দুরন্ত-দূর্বার
শূণ্যে অমিত্ বেগে যেন ক্ষিপ্ত উল্কা
মরণে জীবন বেগ ছিন্ন করি বল্গা।

কঠিন পাষাণ ভারে শত শতাব্দীর
রুদ্ধ সে বিসুভিয়স উন্মত্ত অধীর
তীব্র এক বিস্ফোরণে পর্বত উড়ায়ে
অগিন্শ্রাবী রক্তশিখা পড়েছে ছড়ায়ে
গ্রাসিল লাভার স্রোতে পম্পাই নগরী
ধরণীর ক্ষিপ্ত ক্রোধ আমি রহস্য নারী।

সৃজনে প্রয়োজনে পূর্ণ মর্যাদায়
সৃজিলাম পুরুষেরে মাতৃ তাড়নায়
খোঁজ সেই ইতিহাস আদি পৃথিবীর
প্রাণের প্রবাহে কত রহস্য গভীর।

সৃষ্টির প্রথম রূপে এইতো সেদিন
বিবর্তনের শেষ প্রান্তে প্রাণস্পন্দ ক্ষীণ
বিচ্ছিন্ন একটি সত্ত্বা নারী বক্ষ হতে
স্বতন্ত্র পুরুষ হলো ঘটনার স্রোতে।

হে পুরুষ তব বক্ষে নারী চিহ্ন রেখা
নীরব নির্জন তটে ভাব একা একা
কৃত্রিম তোমরা সবে নারী কক্ষচ্যুত
সিন্ধু বক্ষ হতে যথা মেঘেরা উদ্ভূত
অসংখ্য ঘটনা ঘটে নর রূপান্তরে
নারী রূপান্তর জীন্ খোঁজ যুগান্তরে।

সমুদ্র মন্থিত জল ওঠে উর্ধ্বাকাশে
টানিছে ধরিত্রী বক্ষে নিঃশব্দে নিঃশেষে
বিক্ষুব্দ মেঘের পুঞ্জের বজ্র বিদ্যুত
বিদ্রোহী করেছে তবু হতেছে বিদ্যুত
পড়েছে গলিত হয়ে লয়ে প্রাণধারা
আপনা আপনি শোভে সিন্ধ বসুন্ধরা।

শাহজাহান রচে নাই যমুনার তাজ
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেমে প্রিয়া মমতাজ
গড়েছে অন্তরে তারপরে মূর্তি ধরি
জেগেছিল প্রেম শিখা মর্মম প্রহরী
সে প্রেম সে আনন্দ নারীর অধিকার
পুরুষের প্রেম শুধু তীব্র কামনার।

পদ্মিনীর আত্মায় আজো অসংখ্য জিজ্ঞাসা
এখনো হয়েছে মুক্ত ঘুণিত লালসা!
পুরুষের বীর্যবল নারীর কারণে
প্রকম্পিত মহাকাব্য বল কেনা জানে
লুকায়ে রেখেছে কেন ছলনার গ্লানি
অবহেলা কেন কর হৃদয়ের রাণী?
নারীর সৌন্দর্য নহে পুরুষের তরে
প্রাণের প্রবাহ চায় মাতৃরূপ ধরে
তাকাও বিশাল বিশ্বে নর লাগি নয়
নিয়ে এসো একবার পুস্প পরিচয়।

জন্মগত ভগিরথ পিতৃশক্তিহীন
কিন্তু কভু শোধ্য নয় কভূ মাতৃ ঋণ
সেই তেজ বীর্য লয়ে দেহে বলীয়ান
পাশবিক আচরণে ধরা কম্পমান।
রুদ্ধ কক্ষে অন্ধকূপে মাতৃমহিমা
বন্দিনী করেছো আর লেপেছো কালিমা
করেছ সম্ভোগ উগ্র মদিরার স্রোতে
শাস্ত্রে কর প্রতারণা লিখে নানা পথে
আদিম সভ্যতা হতে সেই নিষ্পেষণে

হারিয়েছি দেহবল শাসনে শোষনে।
বিলাস সামগ্রী যথা ড্রেসিং টেবিলে
মূল্যমান কমে যাবে প্যাকিং খুলিলে
আর কত প্রতারণা শোনরে পুরুষ
নারীরা এখন নয় অজ্ঞান বেহুশ।

বিষাক্ত পতঙ্গ তার মুখে তীব্র হুল
বক্ষে ধরি চিরকাল মোরা সেই ফুল
রূপ রসে মধু গন্ধে কন্যা ধরিত্রীর
চির পরাজয় হেথা হোক শ্রেষ্ঠ বীর
ঐ দ্যাখো মহাকাশ নারী মূর্তি ধরি
সন্তান রক্ষার্থে হেথা অতন্দ্র প্রহরী।
ভোলানাথ, মহাদেব মত্ত মোহমদে
পিতৃত্ব দলিত হয় চির মাতৃপদে
তোমাদের বাৎসল্য তো স্ত্রী যতদিন
চিপল্টীক পুরুষের হৃদয় কঠিন।

সেবা শুশ্রুষা আর সেন্হ করুণায়
মুমূর্ষ রোগীর কাছে মাতৃপরিচয়
স্বীকার করেও তবু বল-বীর্য তেজে
আর কতোকাল রবে প্রতারক সেজে?
আমাদের কাছে আজ মহাসত্য মত
উদ্ঘাটিত সব যেন দিবালোকের মত
কৃত্রিমতার চূড়ান্তে সত্য অভিসার
খুলিয়া গিয়াছে আজ সব রুদ্ধ দ্বার।

সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ
নারীর সে অধিকার সে সত্য চিরন্তন
আঁধারে মাটির প্রদীপ নহে সূর্যালোকে
বন্দিনী আর নহে মায়ার কুহকে
নেব মোরা অধিকার এই পৃথিবীর
পলিতে মায়ের মত গড়ি সেন্হনীড়।

সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত এর অন্যান্য প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থ

(প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থই এখন ওয়েব সাইটে রয়েছে)

ছড়াগ্রন্থঃ

	প্রকাশকাল
(১) কিচির মিচির	১৯৮৯, ১৯৯৭, ২০০২ ইং
(২) ভোরের শিশির	১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০,২০০২ ইং
(৩) বৃষ্টিকে চিঠি	১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০২ ইং
(৪) লড়াই	১৯৯৭,১৯৯৯,২০০১,২০০২ ইং
(৫) দেশ-জনতার ছড়া	২০০১, ২০০২ ইং
(৬) পাখির রাজা ফিঙে	২০০০, ২০০১, ২০০২ ইং
(৭) ভাল্লাগে না (কিশোর কবিতা)	২০০০,২০০২ ইং

কাব্যগ্রন্থঃ

(এক) তুমি এলে তাই বৃষ্টি এলো ২০০১,২০০২ইং

(দুই) গেরিলা প্রেমের পদধ্বণি ১৯৯৯, ২০০২ইং

গল্প গ্রন্থঃ

(১)	রেজিয়াদের উপাখ্যান	১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৯ইং
(২)	কেমন আছো	২০০১ ইং
(৩)	কাচ ভাঙ্গার শব্দ	১৯৯৯, ২০০২ইং
(৪)	প্রেম অনলে	১৯৮২ইং

শিশু ও কিশোর উপযোগী অনুবাদ গল্পগ্রন্থ ঃ

পাপ্পা মাম্মা এন্ড বেবী বিয়ার

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২ অমর একুশে বইমেলা

ইন্টারনেট এডিশন- ডিসেম্বর ২০০২

আমাদের ওয়েব সাইটের ঠিকানাঃ

www.geocities.com/newshipon